Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 10-09-2026 22:18 Page 1

বাংলা আজ যা ভাবে

# নয়া জামানা

২৩ ভাদ্র ।। ১৪৩৩।। বৃহস্পতিবার ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। ১ ম বর্ষ ৫৭৯ সংখ্যা ।। ৮পাতা

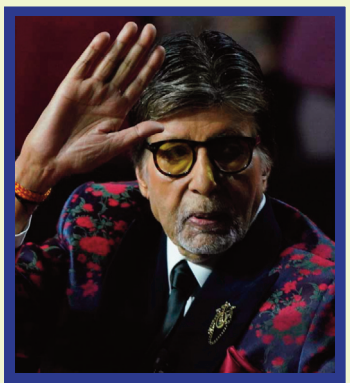

অবসর নিচ্ছেন অমিতাভ? বিগ বির পোস্টে মন খারাপের বার্তা

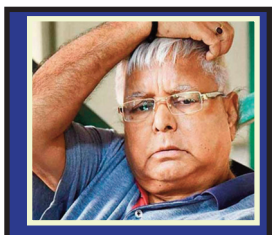

আইআরটিসি দুর্নীতিতে যাদব পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের নির্দেশ আদালতের

বিজেপির রাজ্য কমিটিতে প্রথমে জায়গা না-হলেও সংশোধনে জুড়ল দিলীপ-রাহুলের নাম

ঝাড়গ্রামেও এবার টাইগার সাফারি! বদলের বাংলায় পর্যটনে জোয়ার

ভাঙ্গন গ্রাসে নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে ভূতনি, অস্তিত্ব বাঁচাতে আরও ৫ কোটি আর্থিক বরাদ্দ মুখ্যমন্ত্রীর

# বিধানসভায় পাশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক বদলি বিল

## স্বশাসন খর্বের অভিযোগ বিরোধীদের

**নয়া জামানা,কলকাতা ঃ** দীর্ঘদিন ধরে আলোচিত ও বিতর্কিত দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড কলেজেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড রেগুলেশন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৬ বৃস্পতিবার বিধানসভায় পেশ হল এবং পাশও হয়ে গেল।এই বিলের মাধ্যমে রাজ্যের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বদলি করার ক্ষমতা পাচ্ছে রাজ্য সরকার। সরকারি ব্যাখ্যা অনুযায়ী, রাজ্যের সব প্রান্তে পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং উন্নতমানের শিক্ষা পৌঁছে দেওয়াই এই সংশোধনীর লক্ষ্য।গত সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই বিল আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ওই বৈঠকের পরই মুখ্যমন্ত্রী নিজে বিলটির কথা জানান। এরপর বুধবার গোলপার্ক থেকে যাদবপুর এইট বি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত আয়োজিত গেরুয়া সম্মান যাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে ফের এই বিশেষ অধিবেশন ও বিল প্রসঙ্গে সরব হন তিনি।ততক্ষণে বিলটি মন্ত্রিসভার অনুমোদন পেয়ে রাজ্যপালের কাছেও পাঠানো হয়ে গিয়েছিল।অবশেষে বৃহস্পতিবার নির্ধারিত দিনে বিধানসভায় বিলটি পেশ করা হয়।নতুন আইন অনুযায়ী রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বদলি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট নির্দেশিকা তৈরি হবে। যাঁরা দীর্ঘদিন কলকাতা বা রাজ্যের অন্য বড় শহরের পুরনো,প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপনা করছেন, তাঁদের এবার রাজ্যের তুলনামূলক নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতেও গিয়ে পড়াতে হতে পারে। শুধু শিক্ষকই নন, একই নীতি প্রযোজ্য হবে শিক্ষাকর্মীদের ক্ষেত্রেও।বিলটি নিয়ে বিধানসভায় উত্তপ্ত বিতর্ক হয়বিরোধীরা সরাসরি প্রশ্ন তোলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বশাসিত ক্ষমতা খর্ব হওয়া নিয়ে। এক রাজ্য, এক শিক্ষা নীতি প্রসঙ্গে বিধায়ক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিয়োগ সরকার করে না, করেন উপাচার্য প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটি ও পরিচালনার নিয়মও আলাদা, নিজস্ব আইন অনুযায়ী চলে। তাঁর আশঙ্কা, সরকারের সমালোচনা করলে কাউকে এমন জায়গায় বদলি করে দেওয়া হতে পারে, যেখানকার নিয়মকানুন সম্পূর্ণ আলাদা-আর তাতেই আসল সমস্যা তৈরি হবে। পরিকাঠামো উন্নয়নের নামে আসলে আইনকে হাতিয়ার করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্ষমতা সংকুচিত করা হচ্ছে, এবং বদলির অজুহাতে সরকার-বিরোধী কণ্ঠস্বরদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে।অন্যদিকে অধ্যাপকদের একাংশ বিলের পক্ষে সওয়াল করে বলছেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার জোরে একশ্রেণির অধ্যাপক নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম করে রেখেছেন। তাঁদের মতে, এই ঘুঘুর বাসা ভাঙা প্রয়োজন, আর সেই কাজেই সহায়ক হবে নতুন বদলি নীতি।বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আইনত স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হওয়ায়, সেখানকার শিক্ষক, আধিকারিক বা শিক্ষাকর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে রাজ্য সরকারের কর্মী নন। ফলে বিল পেশের পর থেকেই শিক্ষামহলে একটি বড় প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিল,এই বদলি প্রক্রিয়া কি সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর সম্মতিক্রমে হবে, নাকি সম্পূর্ণ সরকারের সিদ্ধান্তে?

## শ্রীরামপুরে মমতার সভা স্থগিত সমাবেশের অনুমতি হাইকোর্টের

নয়া জামানা ঃ দীর্ঘ টানাপোড়েনের পরেও ধোপে টিকল না আবেদন। বৃহস্পতিবার শ্রীরামপুরে মমতাকে সভার অনুমতি দেয় হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য।সেখানেই ধাক্কা খেল কালীঘাট তৃণমূল। হাই কোর্ট যে মাঠে সভার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, সেই জায়গা দিতে আপত্তি জানায় জগন্নাথ মঠ কর্তৃপক্ষ। আদালতে তারা জানায়, এই জায়গা মন্দির কমিটির। এখানে রাজনৈতিক সভা করতে দেওয়া হয় না বলে জানানো হয়। শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টায় ফের এই মামলার শুনানি।বৃহস্পতিবার শেষবেলায় উদ্যোক্তারা সিদ্ধান্ত নেন, শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা আপাতত স্থগিত। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ মামলা গ্রহণ করায় মিটিং পিছিয়ে যায় বলে সূত্রে খবর। শুক্রবার দুপুর সাড়ে ১২টায় ডিভিশন বেঞ্চে মামলার শুনানি। জানা গিয়েছে, এদিন সভার বিকল্প জায়গা নিয়ে অবস্থান জানাবে রাজ্য। শ্রীরামপুরে কেন সভার আয়োজন, তৃণমূল কর্মীদের পুলিশ হেনস্থা ইত্যাদি নিয়ে অতিরিক্ত হলফনামায় নিজেদের বক্তব্য জানাতে পারবেন মামলাকারী প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার। এই কর্মসূচি কি আগামী সপ্তাহে করা সম্ভব? উদ্যোক্তাদের প্রশ্ন করেন প্রধান বিচারপতি। সভার দিন পরিবর্তনে আমার কোনও সমস্যা নেই বলে আদালতে জানান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।প্রসঙ্গত, হুগলিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা নিয়ে আইনি জটিলতা গড়াল হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের এজলাসে। বৃহস্পতিবার সকালেই শর্তসাপেক্ষে কালীঘাট তৃণমূলকে সভার অনুমতি দেন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একক বেঞ্চের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে যায় রাজ্য। যে মাঠটি কালীঘাট তৃণমূলের সভার জন্য ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছে তারা। সেই মামলার শুনানিতেই সভাস্থল নিয়ে আপত্তি জানায় মঠ কর্তৃপক্ষ।শ্রীরামপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিছিলের অনুমতি দেয়নি কলকাতা হাই কোর্ট। তবে মিটিংয়ে আপত্তি নেই, কিন্তু সেক্ষেত্রেও মেনে চলতে হবে একগুচ্ছ শর্ত।

## সুপ্রিম রক্ষাকবচ উঠতেই অভিষেকের বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার আপ্তসহায়ক সুমিত

**নয়া জামানা,কলকাতা ঃ** শালবনির জমি-দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়ের আগাম জামিনের রক্ষাকবচ বৃহস্পতিবার বাতিল করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট। এরপরই তাঁর খোঁজে অভিযান চালায় সিআইডি ও এসটিএফ। শেষ পর্যন্ত কালীঘাটে অভিষেকের বাড়ি থেকে সুমিতকে গ্রেপ্তার করে তদন্তকারীরা। পরে তাঁকে ভবানী ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়।শালবনির জমি সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত সুমিত আগাম জামিনের জন্য কলকাতা হাই কোর্টে আবেদন করেছিলেন। তা খারিজ হওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। বুধবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। আদালতে রাজ্যের পক্ষে সওয়াল করেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। তিনি জানান, গত জুনে সুমিতের অ্যাকাউন্টে প্রায় ৭১ লক্ষ টাকা জমা পড়েছে এবং মোট লেনদেনের পরিমাণ প্রায় ১৫ কোটি টাকা। টাকার উৎস নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তদন্তকারীরা।এর আগে তদন্তে অসহযোগিতার অভিযোগ উঠেছিল সুমিতের বিরুদ্ধে। তাঁর জিজ্ঞাসাবাদের ভিডিয়োর লিখিত নথিও আদালতে জমা দেয় রাজ্য। আদালতের পর্যবেক্ষণ, তাঁকে যথেষ্ট সময় ও সুযোগ দেওয়া হলেও তিনি তদন্তে সহযোগিতা করেননি।রক্ষাকবচ বাতিলের পরই কালীঘাটে অভিযান চালায় সিআইডি ও এসটিএফ। দীর্ঘক্ষণ ডাকাডাকির পর বাড়িতে ঢুকে সুমিতকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁকে শুক্রবার মেদিনীপুর আদালতে পেশ করা হবে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 10-09-2026 22:18 Page 2



# জীবনানন্দের পূর্বপুরুষের ভিটা

## পদ্মার বুকে সেই ‘গাউপাড়া’ গ্রাম

**আমীন আল রশীদ**

জীবনানন্দ দাশকে ‘খুঁজতে’ মানুষ মূলত দুটি জায়গায় যায় , ১. তাঁর জন্মস্থান বরিশাল এবং ২. শেষ জীবনের আবাসস্থল কলকাতা (বৃহত্তরভাবে পশ্চিমবঙ্গ)। কিন্তু তাঁর শেকড় বা পূর্বপুরুষের ভিটা এই বরিশাল কিংবা কলকাতা , কোনোখানেই নয়; বরং তাঁর দাদা সর্বানন্দ দাশ বরিশালে এসেছিলেন বাংলাদেশের বিক্রমপুর (আজ যেটা মুন্সীগঞ্জ) থেকে। পদ্মার তীরের গাউপাড়া (এখন অফিসিয়ালি গাওপাড়া লেখা হয়) গ্রাম থেকে।ঢাকা শহরের অন্যতম প্রবেশদ্বার বুড়িগঙ্গা সেতু পার হয়ে ঢাকা-মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে ধরে ৩২ কিলোমিটার পশ্চিমে গেলেই মাওয়া চৌরাস্তা। এটি পড়েছে মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায়।

মাওয়া চৌরাস্তা থেকে পদ্মার তীর ধরে সুন্দর পিচঢালা পথ। আট-নয় কিলোমিটার পুবদিকে গেলে লৌহজং-তেওটিয়া ইউনিয়ন। নদীর পাড়েই ঘোড়দৌড় বাজার। এই বাজারে দাঁড়িয়ে পশ্চিম দিকে তাকালে পদ্মা সেতুর সৌন্দর্য চোখে পড়ে। চা খেতে খেতে কথা হয় স্থানীয় কয়েকজনের সঙ্গে।

, এখানে গাউপাড়া কোনদিকে?

, গাওদিয়া আরেকটু সামনে। এই রাস্তা দিয়ে যান।

, গাওদিয়া না। গাউপাড়া। গাওদিয়া আর গাউপাড়া কি এক?

, না না এক না। আপনি গাউপাড়া খোঁজেন? সেটা তো নদীতে।

নদীতে?

দূরে পদ্মার দিকে আঙুল ইশারা করে একজন বললেন, ‘ওইখানে গাউপাড়া ছিল। কবেই তলিয়ে গেছে!’ মুন্সীগঞ্জের মানুষের কাছে গাউপাড়া এখন স্মৃতি। তাঁরা জানান, ১৮৫৫ সালের পর থেকে গাউপাড়া গ্রাম অন্তত ১৫ বার ভাঙনের শিকার হয়েছে। ফলে এই গ্রামের মানুষ বারবার অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। নতুন করে চর জেগে ওঠার পরে অনেকে ফিরে এসেছেন। অনেকে ফেরেননি। লৌহজং-তেওটিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রফিকুল ইসলাম জানান, বিভিন্ন সময়ে গাউপাড়া ভাঙলেও পুনরায় চর জেগে উঠেছে। সবশেষ এটি ভাঙনের শিকার হয় ২০১৭-১৮ সালে। এখন গ্রামটি পুরোপুরি বিলুপ্ত। তবে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে রফিকুল ইসলাম মনে করেন, গাউপাড়া ভবিষ্যতে আবারো হয়তো জেগে উঠবে (সাক্ষাৎকার ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩)।

তিনি জানান, লৌহজং-তেওটিয়া ইউনিয়নে একসময় ১৪টি গ্রাম ছিল। এগুলো হচ্ছে , বড়নওপাড়া, দিঘলী, সংগ্রামবীর, গাউপাড়া, পাটুলী, দুয়াল্লীর চর, ভোজগাঁও, রাউৎগাঁও, পাইকারা, ঝাউটিয়া, তেওটিয়া, সাইনহাটী, ব্রাহ্মণগাঁও, কোরহাটি। এর মধ্যে আটটি গ্রাম , দিঘলী, সংগ্রামবীর, গাউপাড়া, দুয়াল্লীর চর, ভোজগাঁও, সাইনহাটী, ব্রাহ্মণগাঁও ও কোরহাটি নদীতে বিলীন। পাটুলী চলে গেছে অন্য উপজেলায়। তবে ব্রাহ্মণগাঁও এবং কোরহাটি নতুন করে জেগে উঠছে। গাউপাড়ার উত্তরে গাঁওদিয়া, পশ্চিম-উত্তরে রানাদিয়া ও সংগ্রামবীর, দক্ষিণে কলিকাল ও পদ্মা নদী, পশ্চিমে দুয়াল্লী ও চৈতপুর আর পূর্বে ছিল পাটুলী ও ধাইদিয়া গ্রাম।জীবনানন্দের পূর্বপুরুষ গাউপাড়া গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণে বসবাস করতেন। তাঁদের বাড়িটি ছিল সি. এস. মৌজা ম্যাপের এক নম্বর সিটের খালের কাছে। গাউপাড়া বাজার পাটের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাছাড়া এখানে তৈল, তিল, গুড়, চিনি, তামাক ও লবণের ব্যবসা হতো। শনি ও মঙ্গলবার এখানে হাট বসতো। (রমজান মাহমুদ, বিক্রমপুর ‘জীবনানন্দ দাশ ও দাশ পরিবার’, শালুক জীবনানন্দ দাশ সংখ্যা/ এপ্রিল ২০২১, পৃ ২৭৬)।প্রসঙ্গত, আজকে যেটি মুন্সীগঞ্জ , জীবনানন্দ এবং তাঁর পূর্বপুরুষের সময় এটি ছিল বিক্রমপুর। মজার ব্যাপার হলো, জীবনানন্দের পূর্বপুরুষের উপাধিও ছিল মুন্সী। তাঁদের বাড়িটি ‘মুন্সীবাড়ি’ নামে পরিচিত ছিল। ক্লিন্টন বি সিলি জানাচ্ছেন, সব ধরনের সরকারি ভাষা হিসেবে ফার্সির জায়গায় ইংরেজি প্রতিস্থাপিত হওয়ার আগে পর্যন্ত মোগল ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারি ভাষা হিসেবে ফার্সি ভাষায় সমৃদ্ধ লোকজনকে ‘মুন্সী’ উপাধি দেওয়া হতো। জীবনানন্দের বাবা সত্যানন্দ দাশ লিখেছেন ‘আমার পিতামহ, শুনিয়াছি, কিছুকাল নেমকের দারোগা ছিলেন; আমার জেঠামহাশয় বাটোয়ারার আমিন এবং দাদামহাশয় জজ আদালতের আমলা, পিতৃব্য ট্যাক্স কালেক্টর ছিলেন। তিন পুরুষকাল এই মুন্সী পরিবার বিশ্বস্ততার সহিত সরকারী কর্ম্ম করিতেছেন।’ (ক্লিন্টন বি সিলি, অনন্য জীবনানন্দ, ফারুক মঈনউদ্দীন অনূদিত, প্রথমা, ২০১১, পৃ ২২) বিক্রমপুরে মুন্সী পরিবার একসময় বেশ অবস্থাসম্পন্ন ছিল। তাদের জমিদারিও ছিল। কিন্তু বয়স্কদের অনবধানতা আর পদ্মার ভাঙনে সেই জমিদারি বিলুপ্ত হয়। এই পরিবারের বলরাম দাসগুপ্তের তিন পুত্র , তারিণীচরণ, ভোলানাথ ও সর্বানন্দ। সর্বানন্দ দাসের জন্ম ১৮৩৮ সালে। তাঁর কাকা বরিশালে সরকারি অফিসে চাকরি করতেন। তাঁর কাছে থেকে বরিশাল জিলা স্কুলে পড়াশোনা করেন সর্বানন্দ। এন্ট্রান্স পাশ করার পরে তিনি বরিশালের সিভিল কোর্টে চাকরি নেন। এরপর বিয়ে করেন প্রসন্নকুমারীকে। তাঁরও জন্ম গাউপাড়া গ্রামে। প্রসন্নকুমারীর বয়স যখন ১৫-১৬, তখন প্রথম পুত্র হরিচরণের জন্ম। দ্বিতীয় পুত্র দুর্গামোহনের জন্ম ১৮৬৩ সালে। এই দুর্গামোহনই জীবনানন্দ দাশের বাবা সত্যানন্দ দাস। দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পরপরই সর্বানন্দ সপরিবারে বরিশাল চলে আসেন। এরই মধ্যে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্ররাও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্ম পরিবর্তনের পরে দুর্গামোহনের নতুন নাম হয় সত্যানন্দ দাশ। অর্থাৎ ‘দাস’ থেকে তাঁরা ‘দাশ’ হয়ে যান।জীবনানন্দের ছোট বোন সুচরিতা দাশ লিখেছেন, ‘ব্রাহ্মসমাজে এসে আমাদের বাবার দুর্গামোহন নাম পরিবর্তন করে সত্যানন্দ রাখা হয়, পরে এই পরিবারের পুত্রদের নামকরণে সবসময় ‘আনন্দ’ শব্দ যুক্ত হয়েছে।’ তাঁর ভাষায় ‘আমাদের

ঠাকুরদাদা সর্বানন্দ দাশগুপ্ত। পদ্মাপারে বাড়ি। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে, গাউপারা গ্রামের খ্যাতনামা মুন্সীবাড়ী, দৈবক্রমে ভ্রান্ত সোনার কাত্যায়নী যেখানে নিত্যপূজিত। সে গ্রাম আজ আর নেই। কীর্তিনাশা পদ্মার সলিলে সমাধি লাভ করেছে।’সর্বানন্দ বহু গুণান্বিত পুরুষ ছিলেন উল্লেখ করে সুচরিতা লিখছেন, ‘আপন শ্রেষ্ঠত্বে ও মহিমায় তিনি ছিলেন মহীরুহের মতো। বহু লোককে আশ্রয় দিয়েছিলেন, বহু পরিবারকে সাহায্য করতেন। একটা বড় শহরের উন্নতিকল্পে যত রকম প্রতিষ্ঠান ছিল সবকটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জীবনের মধ্য ও শেষ ভাগে তিনি কর্মযোগীর জীবন আরম্ভ করেছিলেন।’ (‘দাশ পরিবার ও জীবনানন্দ’, ভোরের পাখি সুচরিতা দাশ, সুবর্ণরেখা, ২০০৮, পৃ ৬)।সর্বানন্দ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সুচরিতা জানাচ্ছেন, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের একজনকে নাকি পরিতে পেয়েছিল। জ্যোৎস্নারাতে ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যেত পরিরা, ভোরের আলোয় তাঁকে পাওয়া যেত শিশির-ঝলমল সোনালি ধানক্ষেতের পাশে। তাঁর বিছানায় ছড়ানো থাকতো কাচা লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি। তারপর বহু যুগ পার হয়ে গেছে। এঁদেরই উত্তরপুরুষ জীবনানন্দ। (সুচরিতা দাশ, ‘কাছের জীবনানন্দ’, ময়ূখ ১৩৬১-৬২, পৌষ-জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, পৃ ১৭২)।গাউপাড়া গ্রাম সম্পর্কে সুচরিতা লিখেছেন, ‘সে গ্রাম আজ আর নেই। কীর্তিনাশা পদ্মার সলিলে সমাধি লাভ করেছে।’ অর্থাৎ পদ্মাকে তিনি কীর্তিনাশা বলেছেন। নদীগুলো যখন ভীষণ সংহার মূর্তি ধারণ করে, বিভিন্ন প্রাচীন জনপদের ঘরবাড়ি, অট্টালিকা ইত্যাদি নানাবিধ প্রাচীন কীর্তি নাশ বা ধ্বংস করে তখন তার নাম হয় ‘কীর্তিনাশা’। বাংলাদেশের দুটি নদীর নাম ‘ক্ষ্যাপা’ ও ‘পাগলা’ এভাবেই রাখা হয়েছে বলে ধারণা করা হয়। ১৭৮৭ সালে প্রবল বন্যায় যখন পদ্মা তার গতিপথ পরিবর্তন করে তখন বিক্রমপুরের জমিদার চাঁদরায়-কেদার রায়, রাজা রাজবল্লভের কীর্তিসহ প্রায় ৫০টি গ্রামের নানান কীর্তি নাশ করেছিল। এই নদী নওপাড়ার চৌধুরীদের কীর্তিও ধ্বংস করেছে। এই নদীর ধ্বংসযজ্ঞ নিয়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন লিখেছিলেন

এত অভিমান যদি, ধর তবে নদী
ধর একবার সেই ভীষণ আকার,
রাজবল্লভের পুরী গ্রাসিলে যেরূপে।
ভীষণ ঘূর্ণিত স্রোতে, ছাড়িয়ে হুঙ্কার
অসংখ্য তরঙ্গাঘাতে, তরঙ্গ ফুৎকারে
প্রকম্পিত দিঙ্মণ্ডল করি বিধুমিত, ,
যে মূর্তিতে বালকের ক্রীড়া যষ্টি মত,
ডুবালে সে কীর্তিরাশি, কল্পনা অতীত।

জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ লিখেছেন, ‘ঠাকুমা রাত্রে ঘুমোবার আগে বা রোগশয্যার পাশে বসে অনেক সময়েই আমাদের গল্প শোনাতেন। কীর্তিনাশা নদীর গল্প শুনেছি তাঁর কাছে। বিক্রমপুরের মেয়ে ছিলেন ঠাকুমা। সেখানকার বৃষ্টির দিনের গল্প, পদ্মানদীর গল্প, আমাদের পূর্বপুরুষদের গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতাম তাঁর কাছে। রোগের কষ্ট ভুলে যেতাম।’ (অশোকানন্দ দাশ, বাল্যস্মৃতি, ময়ূখ, প্রাগুক্ত)।

ঠাকুমার কাছে শোনা এসব গল্পের মধ্যে ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজা ও শিল্পরসিক রাজবল্লভের নাম, যাঁর একুশ চূড়াযুক্ত প্রাসাদকে বলা হতো ‘একুশ রত্ন’, যার উল্লেখ আছে জীবনানন্দের কবিতায়

তবু তাহা ভুল জানি , রাজবল্লভের কীর্তি ভাঙে কীর্তিনাশা;
তবুও পদ্মার রূপ একুশরত্নের চেয়ে আরো ঢের গাঢ়
আরো ঢের প্রাণ তার, বেগ তার, আরো ঢের জল, জল
আরো।

জীবনানন্দের আরো কবিতায় কীর্তিনাশা তথা নদীর ভাঙনে জনপদ বিলীন হওয়া এবং তারপরে নতুন সম্ভাবনার কথা আছে। যেমন ‘মনে হয় একদিন’ কবিতায় লিখেছেন

মৃত্যুকে কে মনে রাখে? , কীর্তিনাশা খুঁড়ে খুঁড়ে চলে
বারো মাস
নতুন ডাঙ্গার দিকে পিছনের অবিরল মৃত চর বিনা দিন তার
কেটে যায় ,শুকতারা নিভে গেলে কাঁদে কি আকাশ? প্রশ্ন হলো কীর্তিনাশা কোথায়?

পদ্মার আরেক নামই কি কীর্তিনাশা?

‘পদ্মার যে অংশ বিক্রমপুর ভেদ করিয়া মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে, উহার নাম কীর্তিনাশা, প্রকৃত প্রস্তাবে পদ্মার গতি বিক্রমপুরের পশ্চিমদিকে পরিত্যাগ করিয়া মরাপদ্মা নামে এবং প্রবলাংশ যাহা প্রায় শত বৎসর মধ্যে উদ্ভব হইয়া প্রাচীন কালীগঙ্গা নদীর বিলোপ সাধন করিয়াছে, উহাই কীর্তিনাশা নামে পরিচিত।’ (যতীন্দ্রমোহন রায়, ঢাকার ইতিহাস, বইপত্র, ২০১২, পৃ ৮০)।১৭৮০ সালে মিস্টার রেনেল পূর্ববঙ্গের যে-মানচিত্র এঁকেছিলেন, তাতে দেখা যায়, পদ্মানদী বিক্রমপুরের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভুবনেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তখন ‘কীর্তিনাশা’ বা ‘নয়াভাঙ্গনী’ নামে কোনো নদীর অস্তিত্ব ছিল না। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাজনগর ও ভদ্রেশ্বর গ্রামের মধ্যে একটি অপ্রশস্ত জলপ্রণালি ছিল। সেটি প্রাচীন কালীগঙ্গার শেষ চিহ্নমাত্র। শ্রীপুর, নওপাড়া, ফুলবাড়িয়া, মুলফৎগঞ্জ গ্রাম ছিল কালীগঙ্গার তটে। পরে শত বছরে কীর্তিনাশা নদীর উৎপত্তি হয়, যেটি বিক্রমপুরের বক্ষদেশ ভেদ করে এবং নয়াভাঙ্গনী নদী উদ্ভূত হয়ে ইদিলপুরের প্রান্তস্থদেশ দিয়ে পদ্মা ও মেঘনাকে পরস্পর যুক্ত করেছে।যতীন্দ্রমোহন লিখছেন ‘ব্রহ্মপুত্র মেঘনাদের (মেঘনা) সহিত মিলিত হইয়া যখন প্রবাহিত হইত, তখন উহার স্রোতবেগে প্রবল থাকায় পদ্মাকে বহু পশ্চিমে রাখিয়াছিল। পরে আবার যখন ব্রহ্মপুত্রের সহিত মেঘনাদের ততটা সম্বন্ধ রহিল না, এবং ব্রহ্মপুত্র যমুনার অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইল, তখন পদ্মার বেগই প্রবল হইয়া ক্রমে পশ্চিম দিক পরিত্যাগ করিয়া পূর্বদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহার ফলস্বরূপই কীর্তিনাশা ও নয়াভাঙ্গনী নদীর উদ্ভব।’বাংলাদেশের নদীকোষ বইতে লেখা হয়েছে পদ্মা নদীর যে অংশ বিক্রমপুর ভেদ করে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, তার নাম ‘কীর্তিনাশা’। প্রকৃত প্রস্তাবে পদ্মার গতি পশ্চিম দিক পরিত্যাগ করে মরাপদ্মা নামে এবং প্রবলাংশ যা প্রায় দুশো বছরের মধ্যে উদ্ভব হয়ে প্রাচীন কালীগঙ্গা নদীর বিলোপ করেছে, তাই ‘কীর্তিনাশা’ নামে পরিচিত।১৮৪০ সালে টেইলরের টপোগ্রাফি অব ঢাকা গ্রন্থে কীর্তিনাশা নদীর নাম পাওয়া যায়। এই নদী প্রথমে রথখোলা, পরে ব্রহ্মবধিয়া, কাথারিয়া এবং অবশেষে কীর্তিনাশা নামে পরিচিত হয়েছে। শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলার পদ্মা নদী থেকে উৎপত্তি লাভ করে শরীয়তপুর সদর ও মাদারীপুর জেলার কালকিনী উপজেলা হয়ে আড়িয়াল খাঁ নদে মিশেছে। কীর্তিনাশার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০ কিলোমিটার।(ড. অশোক বিশ্বাস, বাংলাদেশের নদীকোষ, গতিধারা, ২০১১, পৃ ১৬৮)।

কীর্তিনাশার তীরে জন্ম ইয়াসিন আযীয লিখেছেন, কীর্তিনাশা পদ্মা থেকে নড়িয়া উপজেলা দিয়ে প্রবেশ করে শরীয়তপুর জেলার ঠিক মাঝ দিয়ে সর্পিলাকারে ভোজেশ্বর বাজার (বন্দর), মুন্সিরহাট হয়ে শরীয়তপুর জেলা শহরকে বাঁয়ে রেখে রাজগঞ্জ-আড়িগাঁও বাজার, আংগারিয়া বাজার (বন্দর) দিয়ে দাদপুর হয়ে সোজা পশ্চিম দিকে মাদারীপুরের রাজারচর এলাকায় গিয়ে মিশেছে। প্রমত্তা পদ্মার জল দ্বারা পুষ্ট কীর্তিনাশা শরীয়তপুরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়ার সময় শরীয়তপুরের আদি নদী ‘পালং’-এর কিছু অংশ এবং ‘নড়িয়া খাল’কে বুকে ধারণ করে। (মাহমুদ নোমান-সম্পাদিত দেয়াঙ, মাঘ ১৪৩০,

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 10-09-2026 22:18 Page 3



# নন্দীগ্রামে ফের মমতা !

## আর কোথায় হারতে চান খোঁচা দিলীপের

**নয়া জামানাঃ** নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই নন্দীগ্রামের মতো আসনে মমতাপন্থী তৃণমূল কাকে প্রার্থী করবে, তা নিয়ে জল্পনা চলছেই। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেই ফের প্রার্থী হতে পারেন।

বৃহস্পতিবার সকালে এ নিয়ে প্রশ্ন করলেই চেনা মেজাজে খোঁচা দিতে ছাড়লেন না রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বললেন, উনি আর কোথায় কোথায় হারতে চান উনিই ভালো বলতে পারবেন।মমতার লড়াই দেখেছে বাংলা। নিজের যোগ্যতায় শূন্য থেকে শুরু করে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেছিলেন তিনি।

তাঁর এই উত্থানের নেপথ্যে নন্দীগ্রামের যে একটা বড় ভুমিকা ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে গত কয়েকবছরে পরিস্থিতি বদলেছে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে চেনা নন্দীগ্রামে গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে ফিরে গিয়েছিলেন মমতা। সেখান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। কিন্তু ভূমিপুত্র শুভেন্দু অধিকারীর কাছে পরাস্ত হতে হয় তাঁকে। পরবর্তীকালে চলতি বছরের বিধানসভা নির্বাচনে নিজের গড় ভবানীপুর আসনে প্রার্থী হয়েছিলেন মমতা। কিন্তু সেখানেও জিততে পারেননি তিনি। এবার নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতেই জল্পনা শুরু হয়েছে কালীঘাট তৃণমূল এবার কাকে প্রার্থী করবে তা নিয়ে।দিলীপ ঘোষ বলেন, নন্দীগ্রামে আগেও হেরেছেন। ভবানীপুরে হেরেছেন। উনি আর কোথায় কোথায় গিয়ে হারতে চান, ওনার ব্যাপার।

উনিই এটা ভালো বলতে পারবেন। এ প্রসঙ্গে মমতাপন্থী কাউন্সিলর বৈশাম্বর চট্টোপাধ্যায় বলেন,আমাদের দলের কথা আমাদের ভাবতে দিন।

ওনাকে চিন্তা করতে হবে না।উল্লেখ্য, পালাবদলের পর ভেঙে টুকরে হয়ে গড়া তৃণমূল কংগ্রেস। বর্তমানে দলটি আড়াআড়িভাবে দুটি শিবিরে বিভক্ত, কালীঘাট তৃণমুল এবং আসল তৃণমূল। এতদিন শোনা যাচ্ছিল, দুই শিবিরের তরফেই আলাদা করে নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে প্রার্থী দেওয়া হবে। তবে ঋতব্রত শিবিরের তরফে ঋজু দত্ত জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী হলে তাঁরা প্রার্থী দেবেন না।

# শিক্ষা বিল নিয়ে বিধানসভায় বিতর্ক

## সরব ঋতব্রত

**নয়া জামানাঃ** বৃহস্পতিবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে পেশ হওয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী বদলি সংক্রান্ত সংশোধনী বিল নিয়ে সরব হন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল সাড়ে ১০টায় বিল সার্কুলেট করে ১১টায় আলোচনা শুরু করায় প্রশ্ন তোলেন তিনি, এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে সুস্থ কি না। আলোচনায় উঠে আসে বাম আমলের প্রসঙ্গও।এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিক্ষাক্ষেত্রে অনিলায়ন ও মমতায়নের প্রসঙ্গ টানেন।

প্রাক্তন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের নামানুসারে বাম আমলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে অনিলায়ন বলা হয়ে থাকে। এক সময় সক্রিয় বাম রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা ঋতব্রতর মুখেও শোনা যায় সেই প্রসঙ্গ।নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে ঋতব্রত জানান, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একবার তাঁকে ডেকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যা একটি প্রথম সারির দৈনিকের উত্তর সম্পাদকীয়তে যাদবপুর প্রসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন উচ্চশিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিলেও কোনও ফল হয়নি বলে জানান তিনি, এবং এবার সেই তথ্য বর্তমান মন্ত্রীকে জানানোর কথা বলেন।অনিলায়নের সময় তাঁর ছাত্র আন্দোলনের এক সহযোগী, পিএইচডি ছাড়াই, সোনারপুর কলেজ থেকে হঠাৎ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়ে যান। এই তথ্য বিস্তারিতভাবে আগে মন্ত্রীকে দিলেও কাজ হয়নি বলে জানিয়ে, প্রাপ্ত তথ্য পুনরায় খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেন তিনি। শেষে বিলটি ১৭১-১৫ ভোটে পাশ হয়।

**বৃহস্পতিবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে পেশ হওয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী বদলি সংক্রান্ত সংশোধনী বিল নিয়ে সরব হন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। সকাল সাড়ে ১০টায় বিল সার্কুলেট করে ১১টায় আলোচনা শুরু করায় প্রশ্ন তোলেন তিনি, এটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পক্ষে সুস্থ কি না। আলোচনায় উঠে আসে বাম আমলের প্রসঙ্গও।এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শিক্ষাক্ষেত্রে অনিলায়ন ও মমতায়নের প্রসঙ্গ টানেন।**

# কৌশিকী অমাবস্যায় কালীঘাট মন্দিরে পুজো মুখ্যমন্ত্রীর

## আমিষ-বিতর্কে মাছের ভোগ খেলেন শুভেন্দু

**নয়া জামানাঃ** কৌশিকী অমাবস্যায় কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিয়ে আমিষ বিতর্কে কার্যত জবাব দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জবার মালা ও লাল বেনারসি শাড়ি দিয়ে মা কালীর পুজো দেন তিনি। মায়ের পা ধুয়ে অঞ্জলি ও আরতি করার পর মন্দিরেই মাটিতে বসে ভোগ গ্রহণ করেন। ভোগের মেনুতে ছিল বাসন্তি পোলাও, মাছের মুড়ো ও মাছ ভাজা। এরপর মন্দির চত্বরে উপস্থিত ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন তিনি।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু বলেন, মা যেন শক্তি দেন, দেশবিরোধী শক্তিকে যেন রাজ্য থেকে পরিষ্কার করতে পারি। বাগেশ্বর বাবার আমিষ-বিতর্কিত মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একজন সন্ত নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। যাঁর গ্রহণ করার করবে, না করার করবে না। আমি অষ্টমীর দিন এবং কার্তিক মাসে সাত্ত্বিক আহার খাই, আবার মায়ের মাছের ভোগও গ্রহণ করি, পাঠা বলির প্রসাদও খাই। সনাতন সংস্কৃতি জাগ্রত থাকবে, গেরুয়া ধ্বজ কখনও নিচে নামবে না।দুর্গাপুজোর আগে বঙ্গে এসে স্বঘোষিত ধর্মগুরু বাগেশ্বর বাবা মন্তব্য করেন, পুজোয় যাঁরা আমিষ খান তাঁরা পাখণ্ডী বা ভণ্ড, এবং আমিষ ত্যাগের নিদান দেন। এই মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানান, বহিরাগত সাধুর পরামর্শে বাঙালির খাদ্যাভ্যাস বদলাবে না। একই সুরে কথা বলেন সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষও। এবার কালীঘাটে আমিষ ভোগ গ্রহণ করে শুভেন্দুও একই বার্তা দিলেন।

# মোদির জন্মদিনে বাংলাজুড়ে মেগা সেলিব্রেশনের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানাঃ ৭৫ পেরিয়ে ৭৬-এ পা রাখবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্মদিন। এবার রাজ্যে বিজেপি সরকার থাকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই উপলক্ষে মেগা সেলিব্রেশন-এর পরিকল্পনা করেছে। বৃহস্পতিবার প্রস্তুতি বৈঠকের পর নবান্ন থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে বিস্তারিত কর্মসূচি জানান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।পূর্বঘোষণামতো ১৭ সেপ্টেম্বর অন্নপূর্ণা দিবস পালনের পাশাপাশি কলকাতায় দিনভর একাধিক অনুষ্ঠান হবে।শুধু জন্মদিন নয়, প্রশাসক মোদির ২৫ বছর পূর্তিও এবছর উদযাপন করা হবে, কারণ গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে তিনি ২৫ বছর পার করেছেন। এই উপলক্ষে ১৭ তারিখ সূর্যাস্তের পর গঙ্গার তীরে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন হবে, এরপর নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে উদযাপিত হবে জন্মদিন।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 10-09-2026 22:18 Page 4



## সম্পাদকীয়

১০সেপ্টেম্বর ২০২৬ ।। বৃহস্পতিবার

# ইলিশ আসুক, রাজনীতি নয়

**দুর্গাপুজোর ঢাকে কাঠি পড়তে আর বেশি দেরি নেই।প্যান্ডেলে আলো জ্বলবে, কাশফুল দুলবে, আর বাঙালির রসনায় উঠবে সেই চিরচেনা প্রশ্ন;পাতে ইলিশ উঠবে তো?এবার সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বাংলাদেশের ১৮টি প্রতিষ্ঠান ভারতের বাজারে ইলিশ রফতানির অনুমতি চেয়েছে। অর্থাৎ ইলিশের দরজা খুলতে চাইছে ওপার বাংলা। কিন্তু প্রশ্ন হল সেই দরজা কি সত্যিই খুলবে,নাকি ইলিশও ফের আটকে যাবে কূটনীতি আর সিদ্ধান্তের জালে? অতীতে অনুমতি মিলেছে কিন্তু অনুমোদিত পরিমাণের তুলনায় বাস্তবে এসেছে সামান্যই। গত বছর ১২০০ টন ইলিশ রফতানির অনুমতি থাকলেও ভারতে পৌঁছেছিল মাত্র ১৫০ টন।তার আগে ২০২৩ সালে ৩৯৫০ টনের অনুমতি মিললেও বাস্তবে এসেছিল প্রায় ১৩০০ টন। কাগজে ইলিশ, বাস্তবে শূন্যতা এই ছবি কোনও পক্ষেরই কাম্য নয়।বাংলাদেশের রফতানিকারকদের যুক্তিও যথেষ্ট বাস্তবসম্মত। মাত্র ২০-২৫ দিনের মধ্যে এলসি, মাছ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, প্যাকেজিং এবং রফতানির গোটা প্রক্রিয়া শেষ করা কঠিন। তাই অন্তত দু'মাস কিংবা সারা বছর রফতানির সুযোগ চাওয়া হয়েছে।এখানেই আসল কথা। ইলিশকে যদি শুধুই পুজোর উপহার কিংবা রাজনৈতিক সৌজন্যের প্রতীক বানানো হয় তাহলে সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে না।দুই দেশের মানুষের খাদ্যাভ্যাস,বাজারের চাহিদা এবং মৎস্যজীবীদের স্বার্থ সবকিছুকে সামনে রেখেই প্রয়োজন স্বচ্ছ ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি।ইলিশ কোনও রাজনৈতিক পতাকা নয়।ইলিশ নদীর মাছ,জেলেদের জীবিকা এবং বাঙালির আবেগ। সীমান্তের কাঁটাতার তার পথ আটকাতে পারে কিন্তু রসনার টানকে নয়।**

**তাই পুজোর আগে প্রশ্নটা শুধু তইলিশ আসবে কি?দনয়। প্রশ্নটা আরও বড়;ইলিশ নিয়ে কি এবার স্থায়ী সিদ্ধান্ত হবে?বাঙালির পাতে ইলিশ উঠুক। তবে তার জন্য যেন প্রতি বছর শেষ মুহূর্তে দর-কষাকষি, অনুমতি আর অনিশ্চয়তার অপেক্ষায় থাকতে না হয়।পুজোর আনন্দে ইলিশ চাই-ইলিশের সঙ্গে নতুন করে কোনও কূটনীতি নয়।**

# বব ডিলান ও জুবিন গার্গ দুই ভূখণ্ড, দুই কণ্ঠ, এক আত্মস্বর

**কানাই দাস, অসম**

কিছু মানুষ চলে যান অথচ তাঁদের চলে যাওয়া শেষ হয়ে যায় না।শরীরের অনুপস্থিতি কখনও কখনও কণ্ঠস্বরকে আরও দূরে পৌঁছে দেয়। যে কণ্ঠ একদিন একটি ভূখণ্ডের নদী, মাটি, মানুষের দুঃখ, প্রেম ও স্বপ্নকে নিজের মধ্যে ধারণ করেছিল, মৃত্যুর পর সেই কণ্ঠই হয়ে ওঠে স্মৃতির দীর্ঘ প্রতিধ্বনি। জুবিন গার্গ তেমনই এক কণ্ঠ।এ বছর তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী।অথচ অসম তথা উত্তর ভারতের আকাশে-বাতাসে, ব্রহ্মপুত্রের জলে, পাহাড়ের নীরবতায়, শহরের ব্যস্ত রাস্তায় কিংবা কোনো অচেনা ঘরের একান্ত বিষণ্ণতায়;জুবিনের গান যেন এখনও বাজছে। মনে হয়, মানুষটি নেই কিন্তু তাঁর কণ্ঠ কোথাও থেমে নেই। বরং মৃত্যুর পর তাঁর গান যেন নতুন করে আমাদের সামনে ফিরে আসছে; নতুন অর্থে, নতুন অনুভবে। সংগীতের ইতিহাসে এমন শিল্পী খুব বেশি আসেন না, যাঁদের গান কেবল বিনোদন হয়ে থাকে না, সময়, সমাজ এবং মানুষের আত্মস্বর হয়ে ওঠে। মার্কিন সংগীতের কিংবদন্তি বব ডিলান এবং অসমের প্রিয় শিল্পী জুবিন গার্গ সেই বিরল শিল্পীদের অন্যতম। একজন পাশ্চাত্যের প্রতিবাদী সংগীতের প্রতীক, অন্যজন উত্তর-পূর্ব ভারতের মাটি, ভেটি,মানুষ ও জাতিসত্তার গভীর আবেগে নির্মিত এক অনন্য কণ্ঠস্বর। ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষা ও সংস্কৃতির বিপুল পার্থক্য সত্ত্বেও তাঁদের শিল্পীসত্তার গভীরে আশ্চর্য এক মিল রয়েছে।তাঁরা দু'জনেই মানুষের কথা বলেছেন।বলেছেন সময়ের কথা। বলেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কথা। বলেছেন প্রেম, বেদনা, নিঃসঙ্গতা, স্বপ্ন এবং মানুষের অন্তর্দহনের কথা। সেই কারণেই তাঁদের কেবল গায়ক বললে তাঁদের শিল্পীসত্তাকে ছোট করে দেখা হয়।বরং বলা যায়;তাঁরা সংগীতের কস্তুরী মৃগ। নিজেদের ভেতরের এক অদৃশ্য গন্ধের সন্ধানে ছুটেছেন সারাজীবন, আর সেই আত্মসন্ধানের পথেই তৈরি হয়েছে তাঁদের নিজস্ব সংগীতভুবন।

ডিলান, জন্ম ২৪ মে ১৯৪১ সাল, প্রতিবাদের কণ্ঠ বব ডিলান, অর্থাৎ রবার্ট অ্যালেন জিমারম্যান, এমন এক সময়ে সংগীতজগতে উঠে এসেছিলেন যখন আমেরিকা সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে চলেছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ, বর্ণবিদ্বেষ, নাগরিক অধিকার আন্দোলন;সময়ের প্রতিটি উত্তাপ তাঁর গানে এসে ধরা দিয়েছে। Blowin in the Wind– Masters of War– The Times They Are Changin ;এই গানগুলি কেবল গান ছিল না , এগুলি হয়ে উঠেছিল একটি প্রজন্মের প্রশ্ন, ক্ষোভ এবং বিবেকের ভাষা।ডিলানের সংগীত সরাসরি যুদ্ধ, ক্ষমতা ও শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ কখনও কেবল স্লোগানে পরিণত হয়নি। সেখানে ছিল দর্শন, প্রতীক, আত্মঅনুসন্ধান এবং মানুষের অস্তিত্ব নিয়ে গভীর প্রশ্ন। তাঁর গান শুনতে শুনতে শ্রোতাকে শুধু শুনলেই চলত না ,ভাবতে হত।সেখানেই ডিলানের মাহাত্ম্য। জুবিন গার্গ (জন্ম ১৮ নভেম্বর ১৯৭২, মৃত্যু ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ) অসমের আত্মার প্রতিধ্বনি জুবিন গার্গের সংগীতজীবনের দিকে তাকালে অন্য এক ভূগোলের ছবি ভেসে ওঠে। ব্রহ্মপুত্রের বিস্তার, অসমের মাটি, মানুষের সহজ জীবন, প্রেম-বিরহ, সামাজিক সংকট, জাতিসত্তার প্রশ্ন; সবকিছু তাঁর গানের ভিতর দিয়ে এক নিজস্ব সংগীতভাষা পেয়েছে।

তিনি শুধু গায়ক ছিলেন না। ছিলেন সুরকার, গীতিকার, অভিনেতা এবং সর্বোপরি একজন সমাজমনস্ক শিল্পী। তাঁর কণ্ঠে লোকসংগীত পেয়েছে নতুন প্রাণ, আবার আধুনিক সংগীতও পেয়েছে আঞ্চলিক আবেগের এক শক্ত ভিত। 'মায়াবিনী', 'দিহিং নদী পর্বত ', 'পাখি পাখি', 'যদি রাতি পুরালে', 'মই এজন অসমীয়া' পাশাপাশি রয়েছে বিখ্যাত কিছু বাংলা গান 'পিয়া রে পিয়া রে ,' 'চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম মনের ঠিকানা ', কিংবা হিন্দি 'ইয়া আলি', ;প্রতিটি গান তাঁর শিল্পীসত্তার আলাদা আলাদা দরজা খুলে দেয়। কোথাও প্রেম, কোথাও প্রকৃতি, কোথাও মাটির টান, কোথাও মানুষের সংগ্রাম, কোথাও আবার নিজের অস্তিত্বকে ধরে রাখার তীব্র আকাঙ্ক্ষা।জুবিনের বিশেষত্ব ছিল;তিনি অসমকে নিয়েই শুধু গান করেননি , বাংলা ও হিন্দি বলয় নিয়ে সমগ্র মহাভারতবর্ষকে অনুভব করেছিলেন।তাই তাঁর গান শুনলে অনেক সময় মনে হয়, একজন শিল্পী গান গাইছেন না;একটি ভূখণ্ড নিজের কথা বলছে।প্রতিবাদের ভাষা, মানুষের ভাষা-ডিলান ও জুবিনের সবচেয়ে বড় মিল তাঁদের সমাজসচেতনতা। ডিলানের গানে যেমন যুদ্ধ ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠে এসেছে, তেমনি জুবিনের গানেও অসমের সামাজিক সংকট, বন্যা, বেকারত্ব, জাতিগত অস্থিরতা এবং সাধারণ মানুষের বেদনা প্রতিফলিত হয়েছে। তবে জুবিনের শিল্পীসত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল অসমীয়ার আত্মপরিচয়ের প্রশ্ন।তাঁর কাছে সংগীত ছিল কেবল পেশা নয়, ছিল সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের একটি ভাষা।এই জায়গাতেই তিনি ডিলানের সঙ্গে এক অদৃশ্য সেতুতে যুক্ত হয়ে যান। ডিলান যেমন আমেরিকার অস্থির সময়কে নিজের গানে ধারণ করেছিলেন, জুবিন তেমনই অসমের সময়কে নিজের কণ্ঠে বহন করেছেন। একজনের গানে বিশ্বরাজনীতির অভিঘাত, অন্যজনের গানে আঞ্চলিক জীবনের স্পন্দন; কিন্তু দু'জনের প্রশ্ন একই জায়গায় এসে মেলে, মানুষ কোথায়? মানুষের স্বাধীনতা কোথায়? মানুষের নিজের মতো করে বাঁচার অধিকার কোথায়? পথ ভাঙার সাহস- শিল্পীর পরিচয় শুধু তিনি কী সৃষ্টি করেছেন তাতে নয় , তিনি কতটা নিজের পথ তৈরি করতে পেরেছেন, তার মধ্যেও নিহিত থাকে।ডিলান যখন লোকসংগীতের পরিসর থেকে বেরিয়ে ইলেকট্রিক গিটার হাতে নিলেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু তিনি থামেননি। কারণ শিল্পীর কাছে নিজের পথের সত্য অন্যের অনুমোদনের চেয়ে বড়।জুবিন গার্গও অসমিয়া সংগীতের প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে আটকে থাকেননি। রক, ফোক এবং আধুনিকতার নানা উপাদানকে তিনি নিজের মতো করে গ্রহণ করেছিলেন। তৈরি করেছিলেন এক স্বতন্ত্র সাউন্ড।প্রথমে বিতর্ক, পরে গ্রহণযোগ্যতা;এই পথটিও দুই শিল্পীর ক্ষেত্রে আশ্চর্যভাবে মিলে যায়।

তাঁরা দু'জনেই বুঝেছিলেন, শিল্প যদি সত্যিই জীবন্ত হয়, তবে তাকে সময়ের সঙ্গে বদলাতেই হবে। সহজতার মধ্যে গভীরতা , তবে ডিলান ও জুবিন এক নন। তাঁদের শিল্পের প্রকাশভঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। ডিলানের গানে রূপক, প্রতীক ও দার্শনিক জটিলতা প্রবল। তাঁর অনেক গান প্রথম শ্রবণে সম্পূর্ণ ধরা দেয় না। বারবার শুনতে হয়, ভাবতে হয়, নিজের মতো করে অর্থ খুঁজতে হয়। জুবিনের ভাষা তুলনামূলকভাবে সহজ। তাঁর গান সরাসরি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছে যায়। লোকজ আবেগ, প্রেম, মাটির গন্ধ এবং সম্পর্কের উষ্ণতা তাঁর গানে প্রবল।ডিলান যেখানে অনেক সময় অস্তিত্বের বৃহত্তর প্রশ্নের সামনে শ্রোতাকে দাঁড় করান, জুবিন সেখানে শ্রোতার পাশে এসে বসেন।এই পার্থক্যই তাঁদের স্বাতন্ত্র্য।জনপ্রিয়তার বাইরে শিল্পীর দায়

দু'জনের ব্যক্তিত্বেও একটি অদ্ভুত সাদৃশ্য রয়েছে। ডিলান কখনও নিজেকে শুধু 'প্রতিবাদী গায়ক' পরিচয়ের মধ্যে আটকে রাখতে চাননি। তিনি ছিলেন স্বাধীন শিল্পী। জুবিনও নিজেকে কেবল বাণিজ্যিক সংগীতশিল্পী হিসেবে দেখে ননি। তাঁর শিল্পীসত্তার সঙ্গে যুক্ত ছিল সামাজিক বক্তব্য এবং সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতা। এই কারণেই তাঁদের জনপ্রিয়তা কেবল সংখ্যার হিসাব নয়।জনপ্রিয় শিল্পী অনেকেই হন। কিন্তু সময়ের শিল্পী খুব কমজনই হতে পারেন।অসমের সীমানা পেরিয়ে বব ডিলান বিশ্বসংগীতের ইতিহাসে কিংবদন্তি। ২০১৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার তাঁর শিল্পীসত্তার বহুমাত্রিকতাকে বিশ্বমঞ্চে আরও একবার প্রতিষ্ঠা করে।জুবিন গার্গের জনপ্রিয়তার প্রধান বিস্তার ছিল অসম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতকে ঘিরে। কিন্তু আঞ্চলিকতার অর্থ কখনও সীমাবদ্ধতা নয়। বরং প্রকৃত শিল্পী তাঁর আঞ্চলিক অভিজ্ঞতাকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারেন, যেখানে তা হয়ে ওঠে সর্বজনীন। জুবিনের ক্ষেত্রেও সেই সম্ভাবনা স্পষ্ট ছিল। কারণ অসমের মাটি থেকে উঠে আসা তাঁর গান শুধু অসমীয়ার কথা বলেনি, বলেছে ভালোবাসার কথা, বিচ্ছেদের কথা, মানুষের কথা, বেঁচে থাকার কথা। আর মানুষের অনুভূতির কোনো ভৌগোলিক সীমানা নেই।

মৃত্যুর পরও যে কণ্ঠ বেঁচে থাকেএখন, তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে দাঁড়িয়ে জুবিনকে নতুন করে ভাবার প্রয়োজন আছে। মৃত্যু একজন শিল্পীর শরীরকে থামিয়ে দিতে পারে কিন্তু তাঁর সৃষ্টিকে নয়। বরং অনেক সময় মৃত্যুর পর শিল্পীর গান নতুন প্রজন্মের কাছে নতুনভাবে ফিরে আসে।জুবিনের ক্ষেত্রেও তাই হচ্ছে। আজ তাঁর গান শুনলে শুধু একজন প্রিয় গায়ককে মনে পড়ে না , মনে পড়ে একটি সময়কে। মনে পড়ে অসমের মানুষের আবেগকে। মনে পড়ে সেই শিল্পীকে, যিনি জনপ্রিয়তার ভিড়ের মধ্যেও নিজের মাটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি।তাঁর কণ্ঠে প্রেম ছিল কিন্তু শুধু প্রেম ছিল না। তাঁর কণ্ঠে আনন্দ ছিল, কিন্তু শুধু আনন্দ ছিল না। সেখানে ছিল বেদনা, প্রতিবাদ, আত্মপরিচয়, মানুষের প্রতি দায় এবং নিজের ভূগোলকে ভালোবাসার এক গভীর আকাঙ্ক্ষা।বব ডিলান এবং জুবিন গার্গ;দুই ভিন্ন ভূখণ্ডের দুই শিল্পী। একজন বিশ্বমানবতার বৃহত্তর প্রশ্নকে সংগীতে রূপ দিয়েছেন, অন্যজন অসমের আত্মাকে কণ্ঠ দিয়েছেন। একজনের হাতে প্রতিবাদের আন্তর্জাতিক ভাষা, অন্যজনের কণ্ঠে উত্তর-পূর্ব ভারতের মাটির গন্ধ।তবু তাঁদের মধ্যে যে মিলটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো;তাঁরা মানুষের শিল্পী। তাঁরা জনপ্রিয়তার জন্য গান করেননি শুধু , তাঁরা তাঁদের সময়কে ধারণ করেছেন। তাঁদের গান হয়ে উঠেছে সময়ের দলিল, মানুষের ভাষা এবং আত্মার মুক্তির পথ। জুবিন আজ নেই। কিন্তু তাঁর গান আছে। আর যতদিন অসমের মানুষ তার জাতি মাটি,ভেটি, নদী, প্রেম, বেদনা ও স্বপ্নকে মনে রাখবে, ততদিন জুবিনের কণ্ঠও ফিরে আসবে;কখনও নিঃশব্দ বিকেলের বাতাসে, কখনও বৃষ্টিভেজা জানালার পাশে, কখনও কোনো তরুণের গিটারের তারে।তাই প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করা মানে শুধু একজন প্রয়াত শিল্পীকে স্মরণ করা নয়। বরং ফিরে তাকানো সেই শিল্পীর দিকে, যিনি প্রমাণ করে গেছেন সংগীত কেবল বিনোদন নয় , সংগীত মানুষের আত্মপরিচয়।সংগীত সময়ের দলিল। আর সত্যিকারের শিল্পী;মৃত্যুর পরেও তাঁর কণ্ঠে বেঁচে থাকেন।

তথ্যসূত্র

**1.Dylan– Bob. Chronicles Volume One. Simon & Schuster– 2004.**

**2.Heylin– Clinton. Bob Dylan Behind the Shades. Penguin Books / Viking.**

**3.Heylin– Clinton. The Double Life of Bob Dylan Volume 1— 1941–66 A Restless– Hungry Feeling. Little– Brown.**

বব ডিলানকে নিয়ে বাংলা প্রবন্ধ/অনুবাদ ; প্রথম আলো, 'যাত্রা হলো শুরু' ; আশিস আচার্যের অনুবাদ। এছাড়াও রয়েছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ও সোশ্যাল মিডিয়া।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 10-09-2026 22:19 Page 5



# দরিদ্রতাকে হারিয়ে ব্যাঙ্ককের বিশ্ব যোগাসনে রৌপ্য জয় পূর্ব বর্ধমানের পিয়ালীর

**নয়া জামানা, পূর্ব বর্ধমান ঃ** দারিদ্র্যের কশাঘাতকে পেছনে ফেলে আন্তর্জাতিক যোগাসনের মঞ্চে ভারতকে রূপো এনে দিল পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনার চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী পিয়ালী দাস। থাইল্যান্ডের ব্যাঙ্ককে আয়োজিত 'ইউনিভার্সাল যোগা স্পোর্টস ফেডারেশন'-এর বিশ্ব যোগাসন প্রতিযোগিতায় ৯ থেকে ১০ বছর বয়সী মেয়েদের বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছে সে। পিয়ালী পূর্বস্থলী-২ ব্লকের সড়কডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা এবং ধীৎপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। ব্যাঙ্ককের ওই আসরে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও ভারতের প্রতিযোগীরা অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে পূর্ণ শলভাসন, কারাসন এবং বিশ্বমিত্রাসনের মতো কঠিন ভঙ্গি প্রদর্শন করে বিচারকদের তাক লাগিয়ে দেয় পিয়ালী।তবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই সাফল্যের পেছনের পথ মোটেও মসৃণ ছিল না। পিয়ালীর বাবা সুমন্ত দাস পেশায় একজন সাধারণ হকার এবং মা বিউটি দাস গৃহবধূ। ব্যাঙ্ককে যাওয়ার জন্য মোট দুই লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল। স্থানীয় বিধায়ক, বিডিও, পূর্বস্থলী থানার আইসি রানা ভট্টাচার্য সহ বহু মানুষ কিছুটা আর্থিক সহায়তা প্রদান করলেও পুরো অর্থ জোগাড় সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত হাল না ছেড়ে মেয়েকে প্রতিযোগিতায় পাঠাতে আরও প্রায় এক লক্ষ টাকা ঋণ নেন তার বাবা। পরিবারের এই অদম্য ইচ্ছা এবং প্রশিক্ষক পিয়ালী সেনের সঠিক নির্দেশনাতেই অর্জিত হয়েছে এই আন্তর্জাতিক সাফল্য। পিয়ালীর স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবানন্দ বিশ্বাস জানান, পিয়ালী পড়াশোনাতেও অত্যন্ত মেধাবী এবং আন্তর্জাতিক সাফল্যের পাশাপাশি মহকুমা, জেলা ও রাজ্য স্তরেও ধারাবাহিকভাবে সেরা ফলাফল অর্জন করে এসেছে। পিয়ালীর এই কৃতিত্বে গর্বিত পূর্বস্থলী চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক থেকে শুরু করে সমগ্র এলাকার সাধারণ মানুষ। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস, উপযুক্ত সরকারি বা বেসরকারি আর্থিক সহযোগিতা পেলে পিয়ালী আগামী দিনে বিশ্বমঞ্চে ভারতের ঝুলিতে আরও বড় সম্মান এনে দিতে সক্ষম হবে।

# উত্তর দিনাজপুরে বিজেপির 'সেবা সংকল্প অভিযান'

**নয়া জামানা, রায়গঞ্জ ঃ** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসেবায় ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে উত্তর দিনাজপুর জেলাজুড়ে মাসব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান'-এর ডাক দিল ভারতীয় জনতা পার্টি। বুধবার রায়গঞ্জে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেন রায়গঞ্জের সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল ও জেলা বিজেপি সভাপতি নিমাই কবিরাজ।সাংবাদিক বৈঠকে জানানো হয়, ২০০১ সালে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে শুরু করে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নরেন্দ্র মোদীর দীর্ঘ জনকল্যাণমূলক যাত্রাকে স্মরণীয় করে রাখতেই এই উদ্যোগ। আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন থেকে ১৭ই অক্টোবর পর্যন্ত জেলাজুড়ে এই অভিযান চলবে।অভিযানের অঙ্গ হিসেবে উত্তর দিনাজপুরের প্রতিটি মন্ডল ও বুথ স্তরে রক্তদান শিবির, স্বচ্ছতা অভিযান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বৃক্ষরোপণ এবং সরকারের উন্নয়নমূলক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে। পাশাপাশি উজ্জ্বলা যোজনা, আয়ুষ্মান ভারত ও আবাস যোজনার মতো কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির সাফল্য সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হবে। দলীয় নেতৃত্ব এই অভিযানকে সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে উল্লেখ করে সাধারণ মানুষকেও এতে শামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

# পুলিশের তৎপরতায় ধুলিয়ানে রুখল নাবালিকার বিয়ে, আটক মা ও কনে

**নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ** মুখ্যমন্ত্রীর কড়া প্রশাসনিক বার্তার পরেও মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানে গোপনে নাবালিকার বিয়ের আয়োজন চলায় তা রুখে দিল পুলিশ। বুধবার রাতে ধুলিয়ান পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গাজিনগর এলাকায় এই ঘটনাটি ঘটে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সেখানে ১৬ বছরের এক নাবালিকার বিয়ের আয়োজন গোপনে সারার চেষ্টা করছিলেন পরিবারের সদস্যরা। খবর পেয়েই জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা যৌথভাবে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তারা বিয়ে বন্ধ করে নাবালিকা ও তার মাকে আটক করে থানায় নিয়ে যান।প্রশাসনের আধিকারিকরা পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন এবং ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেওয়ার আইনি পরিণতি সম্পর্কে তাদের সচেতন করেন। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, ১৮ বছরের আগে মেয়েদের বিয়ে দেওয়া আইনত অপরাধ এবং এতে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এই ঘটনায় পরিবারের পাশাপাশি আর কারা জড়িত ছিল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

# বারবিশায় শ্রদ্ধায়-স্মরণে পালিত হল ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার তিরোধান দিবস

**অভিজিত চক্রবর্তী, নয়া জামানা, আলিপুরদুয়ার ঃ** নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হল মহান সমাজ সংস্কারক ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ৯১তম তিরোধান দিবস। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের বারবিশা চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তির পাদদেশে রাজবংশী জাগরণ মঞ্চের উদ্যোগে এক বিশেষ স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। কর্মসূচির শুরুতেই রাজবংশী কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রতীক বৈরাতি নৃত্য এবং লোকসংগীতের আবহে সমগ্র প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে ওঠে।পরবর্তীতে আমন্ত্রিত অতিথি ও মঞ্চের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। অনুষ্ঠানে প্রায় দু'শো মানুষ উপস্থিত থেকে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একই সঙ্গে বীর চিলারায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ বিভিন্ন মনীষীর প্রতিকৃতিতেও শ্রদ্ধা জানানো হয়।অনুষ্ঠানে রাজবংশী এমপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রতন বর্মা, আন্তর্জাতিক রাজবংশী চলচ্চিত্র উৎসবের প্রতিষ্ঠাতা দেব কুমার দাস, পঞ্চায়েত প্রধান সঞ্জিত দাস সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি রাজবংশী জাগরণ মঞ্চের সভাপতি নেপোলিয়ন বর্মন, সম্পাদক ধ্রুব রায় ও কোষাধ্যক্ষ সতীশ বর্মন সহ অন্যান্য কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা পর্বে বক্তারা ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন, আদর্শ, শিক্ষাবিস্তার এবং পিছিয়ে পড়া রাজবংশী সমাজের সামাজিক উন্নয়নে তাঁর ঐতিহাসিক অবদানের কথা গুরুত্বের সঙ্গে স্মরণ করেন। পঞ্চানন বর্মার আদর্শকে পাথেয় করে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে চলার বার্তা দিয়ে ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মাধ্যমে দিনটি সম্পন্ন হয়।

# ইসলামপুরে প্রধান শিক্ষক হত্যা মামলায় উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও ৯ রাউন্ড তাজা কার্তুজ

**মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, ইসলামপুর ঃ** প্রধান শিক্ষক নজরুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের তদন্তে বড় ধরনের অগ্রগতি অর্জন করল পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোরে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতে থাকা অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে অমলঝাড়ি এলাকায় একটি সফল অভিযান চালানো হয়।

এই তল্লাশি অভিযানে একটি ইম্প্রোভাইজড ৭ এমএম পিস্তল এবং ৯ রাউন্ড তাজা গুলি উদ্ধার করতে সক্ষম হন তদন্তকারীরা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, প্রধান শিক্ষককে নিশানা করে গুলি চালানোর সময় এই নির্দিষ্ট অস্ত্রটিই ব্যবহার

করেছিল দুষ্কৃতীরা। উদ্ধার হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজগুলি ইতিমধ্যেই ব্যালেস্টিক ও ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠনোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে, যাতে হত্যাকাণ্ডে এর ব্যবহারের বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়।ঘটনার পর থেকে একাধিক জড়িতকে আটক ও গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছিল পুলিশ। অভিযুক্তদের দেখানো জায়গা থেকে সরাসরি হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত সম্ভাব্য অস্ত্র

উদ্ধার হওয়ায় পুরো মামলার আইনি ভিত্তি অনেকটাই শক্তিশালী হলো বলে মনে করা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া এই অস্ত্রের উৎস কোথায়, এটি কীভাবে অভিযুক্তদের হাতে পৌঁছাল এবং এই গ্যাংয়ের সঙ্গে আরও কে বা কারা যুক্ত রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানো হয়েছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 10-09-2026 22:19 Page 6



# ভোটার তালিকায় নাম ফেরানোর নামে প্রতারণা,

## সিতাইয়ে গ্রেপ্তার ভুয়ো আইনজীবী

নয়া জামানা, কোচবিহারঃ ভোটার তালিকা বা এসআইআর-এর প্রক্রিয়ায় নাম বাদ পড়লে আইনি পথে তা পুনরায় তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেফতার করল সিতাই থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সাবিনা বেগম, তাঁর মূল বাড়ি হাওড়ায় হলেও সম্প্রতি সিতাইয়ের ছাট সিঙ্গিমারি এলাকায় বিবাহসূত্রে বসবাস শুরু করেন। পুলিশ সূত্রে খ বর, সাধারণ মানুষের উদ্বেগ ও ভয়কে কাজে লাগিয়ে সাবিনা নিজেকে আইনজীবী পরিচয় দিয়ে সিতাই এলাকায় যোগাযোগ তৈরি করেন। ভোটার তালিকা সংক্রান্ত জটিলতা মেটানো ও নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার নামে কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দার কাছ থেকে টাকা তোলেন বলে অভিযোগ। ঘটনাটি জানাজানি হতেই তদন্তে নেমে সিতাই থানার পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। সাবিনা আদৌ পেশায় আইনজীবী কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এর পাশাপাশি কতজনের কাছ থেকে কত টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে এবং এই প্রতারণা চক্রের পেছনে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা তদন্তকারীরা যাচাই করছেন। ধৃত সাবিনা বেগমকে দিনহাটা মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাকে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ভোটার তালিকা সংশোধন ঘিরে এই ধরনের প্রতারণার ঘটনা জানাজানি হতেই সিতাই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

# ভুতনীর বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে আসবেন মুখ্যমন্ত্রীঃ গৌড়চন্দ্র মণ্ডল

নয়া জামানা, মালদহঃ মানিকচকের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে ভুতনী সফরে আসছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। গত ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে গঙ্গার জলস্ফীতিতে ভুতনীর তিনটি অঞ্চল প্লাবিত হয়ে চরম সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

জলমগ্ন এলাকায় বিপন্ন হয়ে পড়েছেন দুই লক্ষাধিক মানুষ। এই দুর্যোগের মুহূর্তে দুর্গতদের সহায়তায় টানা কাজ করে যাচ্ছেন মানিকচকের বিধায়ক গৌড়চন্দ্র মণ্ডল। বৃহস্পতিবার মানিকচকের বিধায়ক ব্লক ও জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে ভুতনীর বন্যা কবলিত বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন এবং ত্রাণ বিতরণ করেন। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ও জলমগ্ন এলাকাগুলিতে দ্রুত ত্রাণ পৌঁছে দিতে নৌকার বিশেষ বন্দোবস্ত করা হয়। ত্রাণ বিতরণ শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক জানান, ভুতনীর বন্যা পরিস্থিতি পরিদর্শনে মুখ্যমন্ত্রী নিজে উপস্থিত হবেন। যদিও তাঁর আসার নির্দিষ্ট দিন ও সময় এখনও পর্যন্ত চূড়ান্ত হয়নি। প্রশাসনের ভূমিকা ও ত্রাণ বণ্টন প্রসঙ্গে গৌড়চন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'আমরা এবং প্রশাসনিক আধিকারিকরা লাইফ জ্যাকেটের মতো সর্বক্ষণ ভুতনীবাসীর সুরক্ষায় নিয়োজিত রয়েছি। দুর্গত প্রতিটি অসহায় পরিবারের কাছে পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।' বিগত সরকারের সময়ের মতো ত্রাণ নিয়ে কোনো ধরনের লুটপাট বা স্বজনপোষণ চলছে না বলে দাবি করে তিনি সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেন। জলবন্দি প্রতিটি মানুষের কাছে প্রশাসনিক সাহায্য সুনিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রয়াস চালানো হচ্ছে।

# আগ্নেয়াস্ত্র সহ বাংলাদেশি নথি উদ্ধার, গ্রেপ্তার মহিলা

নয়া জামানা, জলপাইগুড়িঃ আগ্নেয়াস্ত্র সহ বাংলাদেশি নথি উদ্ধার, গ্রেপ্তার মহিলা। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার রায়কতপাড়া এলাকায় বিএসএফ ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে অস্ত্র ও বাংলাদেশি নথি সহ এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করেছে।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এদিন ওয়াকারগঞ্জ সংলগ্ন উত্তর রায়কতপাড়ার বাসিন্দা ৫২ বছর বয়সি পিপাসা হালদার ওরফে পিপাসা হিজরার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তিনি প্রয়াত বিশ্বেশ্বর হালদারের মেয়ে। দীর্ঘক্ষণ তল্লাশি চালিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে দুটি দেশি আগ্নেয়াস্ত্র, তিন রাউন্ড জীবন্ত গুলি, দুটি খালি ম্যাগাজিন, দুটি বাংলাদেশি সিম কার্ড এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারি করা একটি জন্ম শংসাপত্র উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা। বাসস্থান থেকে আগ্নেয়াস্ত্রের পাশাপাশি বাংলাদেশি নথি ও সিম কার্ড উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় চরম চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। সীমান্ত পারের কোনো চক্রের সঙ্গে অভিযুক্তের যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী

নয়া জামানা, মালদহঃ মালদার রতুয়া-১ ব্লকের মহানন্দটোলা ও বিলাইমারি এলাকায় বন্যা পরিস্থিতির ক্রমাগত অবনতি ঘটছে। জলস্তর বৃদ্ধি ও গঙ্গার অব্যাহত ভাঙনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে নদী তীরবর্তী জনজীবন। এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার বন্যা কবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান মালতীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সী। এদিন তিনি মহানন্দটোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন দুর্গত এলাকা সরেজমিনে ঘুরে দেখেন। দুর্গম এলাকায় পৌঁছাতে তিনি কখনও ইঞ্জিনচালিত নৌকা, কখনও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের স্পিডবোট, আবার কোথাও পায়ে হেঁটে বানভাসি মানুষের কাছে পৌঁছে যান এবং তাঁদের ক্ষয়ক্ষতি ও অভাব-অভিযোগের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। পরিদর্শনের শুরুতে তিনি মহানন্দটোলার কালিতলা স্ট্যান্ডে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজ নেন। এরপর কাটাহাদিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে গড়ে ওঠা ত্রাণশিবিরে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের পাশে দাঁড়ান এবং তাঁদের নানা সমস্যা খ তিয়ে দেখেন। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক জানান, এলাকার বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত বিপজ্জনক। লাগাতার জল বৃদ্ধির পাশাপাশি ভাঙন চলায় ভয়াবহ রূপ নিয়েছে বন্যা। এই দুর্যোগে প্রায় ১৫ হাজার পরিবার এবং লক্ষাধিক মানুষ ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যে ত্রাণের ব্যবস্থা করা হলেও বিপুল সংখ্যক মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল। তাই পরিস্থিতির মোকাবিলায় অবিলম্বে আরও পর্যাপ্ত ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর জন্য তিনি জোর আবেদন জানান।

# জলপাইগুড়িতে বৃহন্নলার আস্তানায় যৌথ অভিযান, অস্ত্র ও ওপার বাংলার নথি সহ গ্রেপ্তার গুরুমা

রঞ্জন সাহা, নয়া জামানা, ময়নাগুড়িঃ বৃহন্নলাদের আস্তানায় হানা দিয়ে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র, কার্তুজ ও বাংলাদেশের বিতর্কিত নথি উদ্ধার করল পুলিশ এবং বিএসএফ। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ময়নাগুড়ির এই যৌথ অভিযানে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সমগ্র এলাকায়। সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পরিচালিত এই তল্লাশিতে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র, তিন রাউন্ড তাজা গুলি, দুটি ম্যাগাজিন, দুটি বাংলাদেশের সিম কার্ড এবং বাংলাদেশের বার্থ সার্টিফিকেট। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, জলপাইগুড়ির এই ডেরায় বসে বাংলাদেশী সিম কার্ড ব্যবহার করে নিয়মিত বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে যোগাযোগ রক্ষা করা হতো। এই দেশবিরোধী কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে বৃহন্নলাদের গুরুমা পিপাসা হিজড়াকে গ্রেপ্তার করেছে যৌথ বাহিনী। তদন্তের স্বার্থে ও আইনি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ধৃত পিপাসা হিজড়াকে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সীমান্তবর্তী স্পর্শকাতর এলাকা জলপাইগুড়িতে বসে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে কীভাবে এই চক্র পরিচালিত হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখতে জোরকদমে তদন্তে নেমেছে পুলিশ ও সীমান্ত রক্ষা বাহিনী (বিএসএফ)। উদ্ধার হওয়া নথিপত্র ও সিম কার্ডগুলো পরীক্ষা করে এই চক্রের নেপথ্যে কোনো বড় অন্তর্ঘাতমূলক কিংবা অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ঘটনায় পুরো এলাকা জুড়ে চরম উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

# জেন জি'কে কাছে টানতে সিপিএমের নতুন কর্মসূচি বারাসতে

মিটিং-মিছিলের চেনা রাজনীতির বাইরে গিয়ে জেন জি'র কাছে পৌঁছনোর মরিয়া চেষ্টা সিপিএমের। বৃহস্পতিবার বারাসতের রবীন্দ্রভবনে 'প্রজন্মের ডাক' অনুষ্ঠানে তারই প্রতিফলন দেখা গেল। কর্মসূচির নামের মতোই যথাযথ তার উপস্থাপনা। মঞ্চে জাতীয় পতাকা, গণসঙ্গীতের পাশাপাশি র‍্যাপ, সরাসরি প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে কিউআর কোডের মাধ্যমে দূর থেকে প্রশ্ন পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল এদিনের মঞ্চে। বদলে যাওয়া প্রজন্মের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়াতেই সিপিএমের তরুণ প্রজন্মের এই উদ্যোগ। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় 'বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কালচারাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার'-এর উদ্যোগে আয়োজিত বারাসতের এই অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন বামপন্থী মনস্ক আরাত্রিকা সিনহা ও রৌনক চক্রবর্তী। পরে ছাত্র নেতৃত্বের বক্তব্যে উঠে আসে বামপন্থী আন্দোলন, ছাত্র রাজনীতি, যাদবপুরের সাম্প্রতিক ঘটনা, হকার উচ্ছেদ এবং সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 10-09-2026 22:19 Page 7



# তরুণ উদ্ভাবকদের বিশ্বমঞ্চে সুযোগ ভারত ইনোভেটস-এ জোর কেন্দ্রের

**নয়া জামানা ঃ** দেশের তরুণ উদ্ভাবকদের আন্তর্জাতিক মঞ্চে পৌঁছে দিতে বড় উদ্যোগ কেন্দ্রের। বুধবার নয়া দিল্লিতে ভারত ইনোভেটস ২০২৬-এর স্মারক প্রকাশনা প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। গত জুন মাসে ফ্রান্সের নিস শহরে আয়োজিত ভারত ইনোভেটস-এর প্রথম সংস্করণের বিভিন্ন সাফল্য, অভিজ্ঞতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা তুলে ধরা হয়েছে এই প্রকাশনায়।ভারত-ফ্রান্স উদ্ভাবনের বছর-এর অধীনে গত ১৪ থেকে ১৬ জুন ফ্রান্সের নিস শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই অনুষ্ঠানের। দেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে উঠে আসা সম্ভাবনাময় ডিপ-টেক উদ্ভাবকদের আন্তর্জাতিক স্তরে তুলে ধরাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।এদিনের অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বরাবরই ভারতের উন্নয়নের যাত্রায় উদ্ভাবন, গবেষণা, প্রযুক্তি এবং উদ্যোগপতিত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। ভারত ইনোভেটস সেই ভাবনারই প্রতিফলন। এই উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের তরুণ উদ্ভাবকেরা তাঁদের প্রতিভা আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছেন। পাশাপাশি শিল্পক্ষেত্র, বিনিয়োগকারী এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের সুযোগও তৈরি হয়েছে।প্রহ্লাদ যোশীর কথায়, তরুণ প্রতিভার সঙ্গে সঠিক সুযোগ, শিল্পক্ষেত্র এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ককে যুক্ত করতে পারলে ভারতীয় উদ্ভাবনের সম্ভাবনা আরও অনেকটাই বাড়ানো সম্ভব। ভারত ইনোভেটস-এর মাধ্যমে দেশের তরুণ প্রজন্মের আত্মবিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি ভারতের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ব্যবস্থার সক্ষমতাও সামনে এসেছে।উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা- অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডা. সুকান্ত মজুমদারও। তিনি বলেন, বিকশিত ভারত-এর লক্ষ্য পূরণে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে গবেষণা, উদ্ভাবন, সৃজনশীলতা এবং বৈজ্ঞানিক মানসিকতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ভারত ইনোভেটস-এর মতো

উদ্যোগ সেই অগ্রাধিকারের বাস্তব প্রয়োগের সুযোগ তৈরি করছে।১২০টি ডিপ-টেক স্টার্টআপ ও ৪৫টি গবেষণা প্রকল্প-শিক্ষামন্ত্রকের উদ্যোগে শুরু হওয়া ভারত উদ্ভাবন করে-এর লক্ষ্য হল, দেশের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে উঠে আসা সম্ভাবনাময় ডিপ-টেক উদ্ভাবনকে চিহ্নিত করা এবং তাদের আরও এগিয়ে যেতে সাহায্য করা।এই উদ্যোগের মাধ্যমে উদ্ভাবকদের শিল্পক্ষেত্র, বিনিয়োগকারী এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে প্রযুক্তিকে গবেষণাগার থেকে বাজারে নিয়ে আসা এবং আন্তর্জাতিক বাজার ও সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার উপরও জোর দেওয়া হয়েছে।ভারত উদ্ভাবন করে-এর প্রথম সংস্করণে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ১২০টি ডিপ-টেক স্টার্টআপ ও উদ্ভাবক এবং ৪৫টি গবেষণা প্রকল্প অংশ নেয়। নিস শহরে তাঁরা তাঁদের প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার সুযোগ পান। শিল্পক্ষেত্র ও বিনিয়োগকারীদের সঙ্গে বৈঠকের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বিদেশি বাজারের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখার সুযোগ তৈরি হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক অজয় কুমার সুদ, নীতি আয়োগের সদস্য অধ্যাপক অভয় কারান্দিকার, উচ্চশিক্ষা দফতরের সচিব দীপ্তি গৌর মুখোপাধ্যায় সহ শিক্ষা মন্ত্রকের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। এছাড়াও আইআইটি কানপুর, আইআইটি মাদ্রাজ এবং আইআইটি বম্বে-র অধিকর্তারা অনলাইনে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতর, বায়োটেকনোলজি দফতর, প্রতিরক্ষা উৎপাদন দফতর এবং ইন-স্পেস-এর প্রতিনিধিরাও ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

# দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ

## হু-র পদ থেকে ইস্তফা হাসিনাকন্যা সায়মার

**নয়া জামানা ঃ** একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে বিদ্ধ বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)-র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। তিনি হু-র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক অধিকর্তা ছিলেন। এর আগে তাঁকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বেতনহীন ছুটিতে পাঠানো হয়েছিল, এবার নিজেই পদত্যাগ করলেন তিনি।হাসিনা সরকারের পতনের পর মহম্মদ ইউনুসের অন্তবর্তী সরকার আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করলে বাদ যাননি সায়মাও। বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশনের অভিযোগ, মায়ের প্রভাবেই তিনি এই পদ পেয়েছিলেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিলেন। সূচনা ফাউন্ডেশন-এর জন্য বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে ২৮ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহেরও অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চিন সফরে আর্থিক জালিয়াতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ভুল তথ্য এবং জমি জবরদখলেরও অভিযোগ উঠেছে। যদিও সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন সায়মা।এদিন হু প্রধান টেড্রস অ্যাডানম গেব্রিয়েসাসের কাছে পদত্যাগপত্র পাঠান সায়মা। তাতে লেখেন, নেতৃত্বের উপর আস্থা নেই এবং প্রায় এক বছর বেতন না পাওয়ায় আর্থিক অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠেছে।

# ব্রিকস সম্মেলনের ফাঁকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক মোদি-জিনপিংর

**নয়া জামানা ঃ** আগামী ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে বসতে চলেছে ১৮তম ব্রিকস লিডারস সামিট। সূত্রের খবর, এই সামিটের ফাঁকেই দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। যদি সত্যিই এই বৈঠক হয়, তবে ২০২০ সালের গালওয়ান সংঘর্ষের পর এই প্রথম দুই রাষ্ট্রনেতা মুখোমুখি দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসবেন।জানা গিয়েছে, আগামী শনিবারই দিল্লিতে পৌঁছানোর কথা শি জিনপিংয়ের। সাত বছরে এই প্রথম তিনি ভারত সফরে আসছেন। যদিও নয়াদিল্লি বা বেজিং, কোনও পক্ষ থেকেই এখনও পর্যন্ত এই দ্বিপাক্ষিক বৈঠক নিয়ে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। উভয় দেশেরই নজর এই সম্ভাব্য বৈঠকের দিকে, কারণ বিগত কয়েক বছর ধরে সীমান্তে যে টানাপোড়েন ও উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, পাশাপাশি আর্থিক সম্পর্কেরও যে অবনতি

ঘটেছিল, সেই প্রেক্ষাপটে মোদী-জিনপিং বৈঠক দুই দেশের সম্পর্কে নতুন মোড় আনতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।সম্প্রতি সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন অর্থাৎ এসসিও সামিটে দুই রাষ্ট্রনেতার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই সময় মোদী ও জিনপিং হাত মেলালেও তাদের মধ্যে কোনও দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয়নি। অন্যদিকে, শি জিনপিংয়ের ভারত সফরের পরই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের চিন সফরে যাওয়ার কথা রয়েছে।২০২০ সালের জুন মাসে পূর্ব লাদাখের কাছে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা ঘিরে উত্তেজনা এবং পরবর্তীতে গালওয়ান সংঘর্ষের জেরে ভারত-চিন সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি হয়েছিল। এরপর দুই দেশের মধ্যে একাধিকবার সেনা ও কূটনৈতিক স্তরে আলোচনা হলেও, শীর্ষ পর্যায়ে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়নি।

# মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরই শেষ হবে ইরান যুদ্ধ, দাবি ট্রাম্পের

**নয়া জামানা ঃ** ছ'মাস পেরিয়ে গেলেও এখনও তুঙ্গে ইরান-আমেরিকা সংঘাত, যার আর্থিক মাশুল গুনতে হচ্ছে ওয়াশিংটনকে। এই পরিস্থিতিতে বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানান, আগামী নভেম্বরে মধ্যবর্তী নির্বাচনের পরই শেষ হবে ইরান যুদ্ধ। তাঁর কথায়, ইরান আর বেশিদিন টিকতে পারবে না এবং দেশটি আমেরিকার নির্বাচনে প্রভাব ফেলার মরিয়া চেষ্টা করছে। যদিও দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ট্রাম্পের শীর্ষ উপদেষ্টারা সতর্ক করেছেন যে এই যুদ্ধ তাঁর মেয়াদের বাকি দু'বছর ধরেও চলতে পারে। মঙ্গলবার রাতে ইরানের ৫টি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে হামলা চালায় আমেরিকা, পালটা জর্ডনে মার্কিন সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে তেহরান, যাতে একাধিক মার্কিন যুদ্ধবিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, হামলার প্রথম ১০০ ঘণ্টায় আমেরিকার খরচ হয়েছে ৩.৭ বিলিয়ন ডলার, যার মধ্যে প্যাট্রিয়ট ইন্টারসেপ্টর সিস্টেমেই ব্যয় ১.৭ বিলিয়ন ডলার। দিন যত গড়াচ্ছে, যুদ্ধের খরচও ততই বাড়ছে।

# মুম্বই-গোয়া হাইওয়ের কাজে ক্ষুব্ধ গড়করি

নয়া জামানা ঃ বহু বছর ধরে চলছে মুম্বই-গোয়া হাইওয়ে সম্প্রসারণের কাজ, খরচ হয়েছে বিপুল অর্থ, তবুও কাজ শেষ হওয়ার নাম নেই। কোথাও রাস্তা ভাঙা, কোথাও জল জমে থাকে, আবার কোথাও যানজট আর ঘুরপথে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা। এই ধীরগতির কাজ নিয়ে এবার নিজেই ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নিতিন গড়করি। তিনি জানিয়েছেন, কাজ শেষ হওয়ার পর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও তিনি উপস্থিত থাকবেন না।এদিন পানাজির কাছে পরভোরিমে একটি ছয় লেনের এলিভেটেড রোড করিডর উদ্বোধনের সময় এই মন্তব্য করেন তিনি।

তাঁর কথায়, হাইওয়ের কাজ শেষ করতে এত দেরি হওয়ায় তিনি লজ্জিত, তাই আগে থেকেই ঠিক করেছেন উদ্বোধনে যাবেন না। মঙ্গলবার এই প্রকল্প নিয়ে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে বলেও জানান তিনি। শুধু বৈঠকেই সীমাবদ্ধ না থেকে আগামী অক্টোবরে মুম্বই বিমানবন্দরে নেমে সড়কপথে গোয়া যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন গড়করি, যাতে রাস্তার প্রকৃত অবস্থা নিজে চোখে দেখতে পারেন।প্রায় ৪৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই হাইওয়ের কাজ বারবার সময়সীমা ছাড়িয়ে গেছে। নতুন তৈরি অংশেও বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতেই গর্ত ও পিচ উঠে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এখনও বিভিন্ন জায়গায় যান চলাচল ঘুরপথে চালাতে হচ্ছে, অথচ গত মে থেকে খারপাড়া টোল প্লাজায় টোল আদায় শুরু হয়ে গেছে।

Naya Jamana Night Edition.....5 Sept....2026_Layout 1 10-09-2026 22:19 Page 8



# চা বাগান থেকে এশিয়াডের মঞ্চে রাগবিতে স্বপ্নপূরণ সন্ধ্যার

**নয়া জামানা ঃ** জলপাইগুড়ির প্রত্যন্ত সরস্বতীপুর চা বাগান। দেড় দশক আগেও এই এলাকায় খেলাধুলোর অধিকার ছিল কেবল ছেলেদের। মেয়েদের জন্য বরাদ্দ ছিল পড়াশোনা আর ঘরের কাজ। ২০১৩ সালে কলকাতার একটি সংস্থার উদ্যোগে বদলে যায় সেই চেনা ছবি। মেয়েরাও নেমে আসে খেলার মাঠে, তাও আবার ফুটবল বা ক্রিকেটের মতো পরিচিত কোনও খেলায় নয়, রাগবিতে। যে খেলা সরস্বতীপুর তো বটেই, দেশের বড় শহরগুলোতেও তেমন পরিচিত ছিল না। তখন বছর তেরোর সন্ধ্যা রাই বাগানের অন্য মেয়েদের মতোই প্রথম হাতে তুলে নেন রাগবির বল। সেদিন তিনি কল্পনাও করতে পারেননি, এই খেলাই একদিন বদলে দেবে তাঁর জীবনের গতিপথ এবং পৌঁছে দেবে এশিয়ান গেমসের মঞ্চে, তাও একবার নয়, একাধিকবার।আসন্ন এশিয়ান গেমসের রাগবি সেভেন্স বিভাগে ভারতীয় দলে বাংলা থেকে একমাত্র প্রতিনিধি শিলিগুড়ি থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দূরের এই বাগানের বাসিন্দা সন্ধ্যাই। টানা দ্বিতীয়বার এই ইভেন্টে অংশ নিতে চলেছে ভারত, আর গতবারের মতো এবারও দলে রয়েছেন তিনি। সন্ধ্যা জানান, গতবারের এশিয়াডের অভিজ্ঞতা এবার কাজে লাগাতে চান তিনি, কারণ সেখানে দেশের অন্য তারকা ক্রীড়াবিদদের দেখে যা শিখে ছিলেন, তা পরবর্তীতে মাঠে কাজে লেগেছে।সাইয়ের কলকাতা ক্যাম্পাসে চলছে দলের প্রস্তুতি। কয়েক বছর আগে সাই ও রাগবি ইন্ডিয়ার উদ্যোগে প্রথমবার বিদেশি কোচ আসার পর থেকে এশীয় পর্যায়ে নিয়মিত প্রথম ছয়ে থাকছে ভারতীয় দল। সন্ধ্যা জানান, গতবার তাঁরা সপ্তম হয়েছিলেন, কিন্তু এবার প্রস্তুতি আরও ভালো হয়েছে। সম্প্রতি থাইল্যান্ডে গিয়ে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলেছেন তাঁরা, জাপানেও ক্যাম্প করেছেন। কোচ টেরেন্স জোসেফ ও স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ কিয়ানো ফৌরির তত্ত্বাবধানে চলছে অনুশীলন। বুধবার দলের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন সাইয়ের পূর্বাঞ্চলীয় ডিরেক্টর শিবানন্দ মিশ্রা। যা সত্যিই গর্বের বিষয়।

# পাকিস্তানের জালে ১৯ গোল, জুনিয়র এশিয়া কাপের সেমিতে ভারত

**নয়া জামানা ঃ** যে কোনও খেলাতেই হোক না কেন, পাকিস্তানকে হারানো যেন অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছে ভারত। বৃহস্পতিবার চিনের মোকি-তে পাকিস্তানকে ১৯-০ ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়ে জুনিয়র এশিয়া কাপের সেমিফাইনালে জায়গা করে নিল ভারতের মহিলা জুনিয়র হকি দল। ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণের ঝড় তোলে ভারতীয় মেয়েরা। প্রথম ও দ্বিতীয় কোয়ার্টার মিলিয়ে ১০টি গোল করে বিরতির আগেই কার্যত ম্যাচের ভাগ্য লিখে ফেলে তারা। বলা যায়, ভারতের দাপটের সামনে পুরো ম্যাচেই কোনও লড়াই দিতে পারেনি পাকিস্তান।ম্যাচের প্রথম পাঁচ মিনিটেই দুটি পেনাল্টি কর্নার আদায় করে ভারত, যদিও তা কাজে লাগাতে পারেনি প্রথমে। ষষ্ঠ মিনিটে একটি গোল হলেও রেফারেলে তা বাতিল হয়ে যায়। তবে সপ্তম মিনিটে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন পূজা সাহো। এরপর একে একে গোল করেন রোশনি আইন্দ (ফিল্ড গোল), তনুশ্রী কাদু (ডিফ্লেকশন) এবং সুখবীর কৌর (পেনাল্টি স্ট্রোক)। প্রথম কোয়ার্টার শেষ হয় ৫-০ ব্যবধানে। দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও একই ছন্দ বজায় রাখে ভারত। মধু সিদার, গীতা যাদব, সানিকা মানে, তনুজা টোপ্পো এবং পূজা মালিকের গোলে বিরতিতে যাওয়ার আগে স্কোরলাইন দাঁড়ায় ১০-০।বিরতির পরও ভারতের আগ্রাসন এতটুকু কমেনি। তৃতীয় কোয়ার্টারে পূর্ণিমা যাদব, মধু সিদার এবং সুপ্রিয়ার গোলে ব্যবধান বেড়ে হয় ১৩-০। শেষ কোয়ার্টারে আরও বিধ্বংসী রূপে ধরা দেয় ভারত। কৃষ্ণা শর্মা, পূজা মালিক এবং সুপ্রিয়া ফের গোল করেন, আর হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন পূজা। এরপর বিনিমা ধানের ফিল্ড গোল এবং একেবারে শেষ মিনিটে রোশনি আইন্দের নিজের দ্বিতীয় গোলে ভারতের স্কোরলাইন গিয়ে দাঁড়ায় ১৯-০-তে।গোটা ম্যাচে ভারত মোট ১৮টি পেনাল্টি কর্নার এবং একটি পেনাল্টি স্ট্রোক আদায় করে, যেখানে পাকিস্তান একটিও গোল, পেনাল্টি কর্নার বা পেনাল্টি স্ট্রোক করতে পারেনি। শনিবার সেমিফাইনালে কোরিয়া ও মালয়েশিয়ার ম্যাচের বিজয়ীর মুখোমুখি হবে ভারত। তার আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই বিশাল জয় গোটা দলের আত্মবিশ্বাস আরও বাড়িয়ে তুলবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

# আইএসএল জয়ের পর ইস্টবেঙ্গলে অস্বস্তি, ব্রুজোর নিশানায় ম্যানেজমেন্ট

**নয়া জামানা ঃ** দীর্ঘ ২২ বছরের খরা কাটিয়ে ঘরে এসেছে আইএসএল খেতাব। আচমকাই লাল-হলুদ শিবিরে ঘনাল অস্বস্তির মেঘ।সোশ্যাল মিডিয়ায় ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট এবং প্রাক্তন কোচ অস্কার ব্রুজোর মধ্যে নজিরবিহীন সংঘাত। আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের অধীনে নতুন মরসুম শুরুর আগে বেনজির ডিজিটাল লড়াই দলের অন্দরমহলকে বেকাদায় ফেলেছে। স্প্যানিশ কোচের সরাসরি অভিযোগ, ক্লাবের অন্দরে ভরপুর দ্বিচারিতা এবং কর্তাদের ব্যক্তিগত এজেন্ডা রয়েছে।আজ আচমকাই ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। সেখানে দাবি করা হয়, কিছু অসাধু গোষ্ঠী ইস্টবেঙ্গল এবং ব্রুজোর নাম ব্যবহার করে ভুয়ো খবর ছড়াচ্ছে। সমর্থকদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করে অহেতুক বিতর্ক উসকে দেওয়া হচ্ছে। প্রাক্তন কোচের প্রতি সর্বোচ্চ সম্মান রয়েছে বলেও বিবৃতিতে উল্লেখ।কিন্তু এই ড্যামেজ কন্ট্রোল ব্যুমেরাং হয়ে ফেরে। ক্লাবের ওই পোস্টের কমেন্ট বক্সে সরাসরি তোপ দাগেন ব্রুজো। লেখেন, ম্যানেজমেন্টের লজ্জা হওয়া উচিত। প্রতিটি সমর্থক আপনাদের এজেন্ডা, ন্যারেটিভ এবং দ্বিচারিতার কথা জানে।ক্ষুব্ধ বিদায়ী কোচ এখানেই থামেননি। তিনি সরাসরি ক্লাবের জনসংযোগ কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। অভিযোগ, কর্তারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে অভ্যন্তরীণ ফ্যান গ্রুপগুলিকে ব্যবহার করছেন। বিশেষ করে কোয়েবনা-র মতো পরিচিত ফ্যান গ্রুপগুলিকে হাতিয়ার করে নিজেদের পক্ষে হাওয়া ঘোরানোর চেষ্টা শুরু হয়েছে।মে মাসে আইএসএল ফাইনালের ঠিক আগেই পদত্যাগের কথা ঘোষণা করে ভারতীয় ফুটবলকে চমকে দেন এই স্প্যানিশ কোচ। সেই সময় তিনি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব এবং চুক্তি নবায়নে কর্তাদের ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন। নেপথ্যে ছিল কৃতিত্ব নেওয়ার লড়াইও। ব্রুজো দাবি করেন, দল গঠনের মূল কাজ তিনি এবং টেকনিক্যাল এক্সিকিউটিভ বিভাষ আগরওয়াল করেছেন। অথচ বোর্ড কর্তারা সেই কৃতিত্ব নিজেদের নামে চালাতে ব্যস্ত। এই সংঘাতের জেরেই জুন মাসে তাঁর চুক্তি নবায়নের আলোচনা ভেস্তে যায়।আজকের সোশ্যাল মিডিয়া যুদ্ধের পর লাল-হলুদ সমর্থকরা আড়াআড়ি বিভক্ত। একপক্ষ ব্রুজোর এই আচরণকে অপেশাদার বলছে। অন্যদিকে, বড় অংশের সমর্থক কোচের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। আমলাতান্ত্রিক জটিলতার মধ্যেও যিনি ট্রফি দিয়েছেন, তাঁর প্রতিই সহানুভূতি দেখাচ্ছেন কেউ কেউ। সব মিলিয়ে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের জমানার শুরুতে এই নজিরবিহীন কাদাছোড়াছুড়ি লাল-হলুদ শিবিরের পরিবেশকে রীতিমতো উত্তপ্ত করে তুলল।

> দীর্ঘ ২২ বছরের খরা কাটিয়ে ঘরে এসেছে আইএসএল খেতাব। আচমকাই লাল-হলুদ শিবিরে ঘনাল অস্বস্তির মেঘ।সোশ্যাল মিডিয়ায় ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট এবং প্রাক্তন কোচ অস্কার ব্রুজোর মধ্যে নজিরবিহীন সংঘাত।

# বৈভব-ঈশানের পূর্বাঞ্চল

নয়া জামানা ঃ চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে দক্ষিণাঞ্চলকে হারিয়ে ১৪ বছর পর দলীপ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হল পূর্বাঞ্চল। ২০১২-১৩ মরশুমের পর ঈশান কিষাণ ও বৈভব সূর্যবংশীর নেতৃত্বে ফের দেশের পূর্বে এল এই খেতাব। প্রথম ইনিংসের ফলাফলেই ম্যাচের গতিপথ অনেকটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, চতুর্থ দিনে কোনও অঘটন ছাড়া তা বদলায়নি।প্রথম ইনিংসে বিশাল রান তোলে পূর্বাঞ্চল।

ঈশান কিষাণ ৩৩৪ বলে ২৭০ রানের মহাকাব্যিক ইনিংস খেলেন, কুমার কুশাগ্রও ১৩২ বলে সেঞ্চুরি (১০১) করেন। দল থামে ৭০৮ রানে, ফলে দক্ষিণাঞ্চলের সামনে ফলো-অন এড়াতে প্রয়োজন ছিল বড় রান। কিন্তু অধিনায়ক তিলক ভার্মার ৯৯ রান সত্ত্বেও দক্ষিণাঞ্চল মাত্র ৩৩৬ রানে গুটিয়ে যায়।দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে চতুর্থ দিনের শেষে পূর্বাঞ্চলের স্কোর ছিল ২১২/৫। শেষ দিনে মাত্র ২ উইকেট হারিয়ে ঈশান কিষাণ ম্যাচ ঘোষণার অনুরোধ জানান। ওপেনার বৈভব (৮) ও অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৩) ব্যর্থ হলেও শিখর মোহন করেন ৫২ রান, ঈশান কিষাণ নিজে ৮০ রানে আউট হন, কুমার কুশাগ্র মিস করেন হাফ সেঞ্চুরি (৪৬), আর মহম্মদ কৌনেই কুরেশি অপরাজিত থাকেন ১১৬ রানে। পূর্বাঞ্চলের ইনিংস থামে ৩৮৮/৭-এ। দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে মহম্মদ সিরাজ দীর্ঘ স্পেল করলেও অন্য বোলাররা তেমন সাহায্য করতে পারেননি, ফলে ম্যাচ ড্র হয়।তবে জয় নিশ্চিত হতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন পূর্বাঞ্চলের ক্রিকেটাররা, দলগত হাডলে মেতে ওঠে গোটা দল। এই ফাইনাল বিশেষভাবে স্মরণীয়-মহম্মদ শামির শততম প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে জয়, আর মাত্র ১৫ বছর বয়সে অধিনায়ক হিসেবে বৈভব সূর্যবংশীর ট্রফি জয়।

# সুব্রত কাপে চ্যাম্পিয়ন মাণিকপাড়া বিদ্যাপীঠ, অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রীর

নয়া জামানা ঃ ফুটবল মানেই একের পর এক ঐতিহ্যবাহী টুর্নামেন্ট। রোভার্স, ডুরান্ড, আইএফএ শিল্ড- একসময় যেসব প্রতিযোগিতা জাঁকজমকের সঙ্গে পালিত হত, এখন তার অনেকগুলিই ম্লান। রোভার্স কাপ তো আর অস্তিত্বই নেই। তবে টিকে রয়েছে সুব্রত কাপ, আর এবার সেই প্রতিযোগিতাতেই বড়সড় সাফল্য পেল বাংলা।৬৫তম সুব্রত কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের অনূর্ধ্ব-১৫ বালক বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঝাড়গ্রামের মাণিকপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ।

গতকাল বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে অসমের কামরূপ মেট্রোপলিটন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলকে ১-০ গোলে হারিয়ে এই অবিস্মরণীয় সাফল্য ছিনিয়ে আনে ঝাড়গ্রামের কিশোর ফুটবলাররা। এই জয়ের ফলে দীর্ঘ ২৯ বছর পর সুব্রত কাপে চ্যাম্পিয়ন হল পশ্চিমবঙ্গের কোনও দল, যা রাজ্যের কিশোর ফুটবলের জন্য এক বড় প্রাপ্তি বলেই মনে করা হচ্ছে।এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ঝাড়গ্রামের কিশোর ফুটবলারদের আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, দীর্ঘ ২৯ বছর পর পশ্চিমবঙ্গের কোনও দল এই মর্যাদাপূর্ণ টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হল।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস ।। সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।